Contents

আদর্শ সমাজ গঠনে সূরা মাঊন-এর শিক্ষা



ইমামুদ্দীন বিন আব্দুল বাছীর

আদর্শ সমাজ গঠনে
সূরা মাউন-এর শিক্ষা

প্রকাশক : আছ-ছিরাত প্রকাশনী
নওদাপাড়া, সপুরা, রাজশাহী।
মোবাইল : ০১৭৭৩-৬৮৬৬৭১

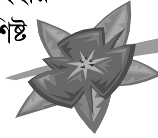
প্রকাশকাল :
ফেব্রুয়ারী ২০১৩ খৃ.
সফর ১৪৩৪ হিঃ

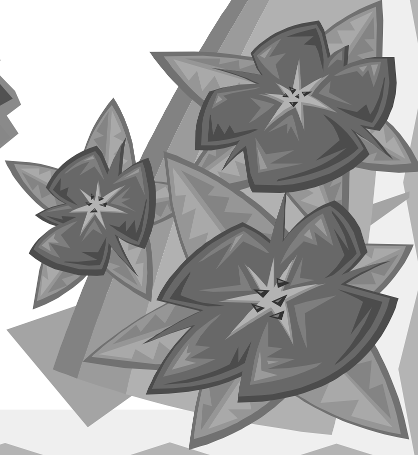
কম্পোজ : আছ-ছিরাত কম্পিউটার, রাজশাহী।

নির্ধারিত মূল্য : ২০ (বিশ) টাকা মাত্র।

SURA MAUNER SHIKKAH. Written by Imamuddin Bin Abdul Basir & Pubished by As-Seerat Prokashoni. Nawdapara, Sapura, Rajshahi. Mob: 01717672458. Fixed Price: Tk. 20.00 only.

সূচীপত্র





ভূমিকা

সৃষ্টি জগতের সর্বশ্রেষ্ঠ সৃষ্টি মানুষকে আল্লাহ তা'আলা আপন হাতে নিপুণভাবে সৃষ্টি করেছেন *(ছোয়াদ ৭৫)*। আল্লাহ চান তাঁর সুন্দরতম সৃষ্টি সুন্দরভাবে জীবন যাপন করুক। সে লক্ষ্যে তিনি মানুষের জীবন যাপনের সার্বিক দিক নির্দেশনা দেয়ার জন্য সময়ের প্রয়োজনানুপাতে এক লক্ষ চব্বিশ হাযার নবী ও রাসূল পাঠিয়েছেন *(আহমাদ, সনদ হাসান, মিশকাত হা/৫৭৩৭)*। আর মানুষও সুন্দরভাবে বেঁচে থাকার জন্য সমাজবদ্ধভাবে জীবন যাপন করতে বদ্ধপরিকর। সামাজিক জীবন বাধাহীনভাবে পরিচালনার জন্য তারা নানা কলা-কৌশলও আবিষ্কার করেছে। কিন্তু মানব হৃদয়ের গহীনে লুকিয়ে থাকা প্রবৃত্তি নামক দানবটি অনেকাংশে একাজে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে। ফলে তারা সমাজের হীন কাজে নিজেকে সম্পৃক্ত করে ফেলে। এক পর্যায়ে তার উন্নত আদর্শকে পদদলিত করে পশুত্বকে বরণ করতে বাধ্য হয়। যেমন আল্লাহ বলেন, 'আমি মানুষকে সর্বোত্তম অবয়বে সৃজন করেছি। অতঃপর তাকে সর্ব নিকৃষ্ট স্তরে নামিয়ে দিয়েছি' *(ত্বীন ৯৫/৪-৫)*। অত্র আয়াত প্রমাণ করে মানুষ পৃথিবীর সৃষ্টিকুলের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ গঠনের অধিকারী। অথচ তাদের হীন কৃর্তকর্মের দরুন তাদেরকে সর্বনিম্ন পর্যায়ে নামিয়ে দেয়া হয়। মুসলিম জাগরণের উর্দু কবি আল্লামা ইকবাল আক্ষেপ করে বলেন, 'মানুষ সূর্যের আলোকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে, মাটির মানুষ হয়ে বিচরণ করতে পারে চাঁদের রাজ্যে, অথচ সেই পৃথিবীতে মানুষের মত হয়ে চলতে পারে না'। ক্ষেত্র বিশেষে মানুষ অন্যান্য বন্যপ্রাণীর চেয়ে মানুষকেই বেশী ভয় পায়। সমাজে বিশৃংখলার জন্য মূলত মানুষই দায়ী। আবার সমাজের মানুষগুলো ভালো হ'লে তখন তা সর্বোত্তম আবাস ভূমিতে পরিণত হয়। নৈতিক অবক্ষয় রোধ করে আদর্শ জাতি গড়তে পারলে তখনই সম্ভব আদর্শ সমাজ গঠন করা। মহানবী ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম জাহেলী যুগের অসভ্য মানুষগুলোকে নৈতিক শিক্ষা দিয়ে এমন সমাজ গঠন করলেন, যা ইতিহাসের পাতায় 'স্বর্ণ যুগ' হিসাবে খ্যাতি লাভ করেছে। যা পরবর্তী যুগের মানুষদের জন্য মডেল হিসাবে উপস্থাপিত হয়ে আসছে। সে শিক্ষার বাস্তবায়ন করে আদর্শ সমাজ গঠন করা আজও সম্ভব। তাই মহান আল্লাহ সূরা মাঊনের মধ্যে এমন কতিপয় শিক্ষা তুলে ধরেছেন, যেগুলো আদর্শ সমাজ গঠনে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখতে পারে। আর সে শিক্ষাগুলির অনুপস্থিতিতে সমাজ জীবন হয়ে উঠে দূর্বিসহ। আল্লাহ্র দেয়া জীবন বিধানেই মানুষের সার্বিক কল্যাণ নিহিত আছে।

অত্র পুস্তিকাটি আদর্শ সমাজ গঠনে সহায়িকার ভূমিকা পালন করবে বলে আমরা দৃঢ়ভাবে আশাবাদী। পরিশেষে বইটি প্রকাশে যারা বিভিন্নভাবে সহযোগিতা করেছেন, তাদেরকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই। সাথে সাথে মহান আল্লাহ্র নিকট প্রার্থনা করি, তিনি যেন তাদেরকে উত্তম প্রতিদানে ভূষিত করেন। আমীন!

বিনীত
॥লেখক॥

সূরা মাঊন-এর সরল অনুবাদ

بِسۡمِ اللّٰهِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِيۡمِ

اَرَءَيۡتَ الَّذِىۡ يُكَذِّبُ بِالدِّيۡنِؕ‏ ۝١ فَذٰلِكَ الَّذِىۡ يَدُعُّ الۡيَتِيۡمَۙ‏ ۝٢ وَلَا يَحُضُّ عَلٰى طَعَامِ
الۡمِسۡكِيۡنِؕ‏ ۝٣ فَوَيۡلٌ لِّلۡمُصَلِّيۡنَۙ‏ ۝٤ الَّذِيۡنَ هُمۡ عَنۡ صَلَاتِهِمۡ سَاهُوۡنَۙ‏ ۝٥ الَّذِيۡنَ هُمۡ يُرَآءُوۡنَۙ‏ ۝٦
وَيَمۡنَعُوۡنَ الۡمَاعُوۡنَ ۝٧

পরম করুণাময়, অসীম দয়ালু, আল্লাহ্‌র নামে শুরু করছি।

(১) আপনি কি তাকে দেখেছেন, যে বিচার দিবসকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে? (২) সে হ'ল ঐ ব্যক্তি, যে ইয়াতীমকে গলা ধাক্কা দেয় (৩) এবং মিসকীনকে খাদ্য দানে উৎসাহিত করে না (৪) অতঃপর মহা দুর্ভোগ ঐ সব মুছল্লীর জন্য (৫) যারা তাদের ছালতের ব্যাপারে উদাসীন (৬) যারা লোকদেরকে দেখায় (৭) এবং নিত্য ব্যবহার্য বস্তু দানে বিরত থাকে।

আদর্শ সমাজ গঠনে সূরা মাঊনের শিক্ষা

মানুষ সামাজিক জীব। মানুষকে সমাজবদ্ধ হয়ে বসবাস করতে হয়। জন্মগত ভাবেই মানুষ সঙ্গীপ্রিয়। তারা নিঃসঙ্গ থাকতে পারে না এবং সঙ্গিহীন জীবন পসন্দও করে না। সমাজবদ্ধ হয়ে বসবাস করতে গেলে কিছু নিয়ম-নীতি আদব-কায়দা তথা শিষ্টাচার বজায় রাখতে হয়। অন্যথায় সমাজ জীবনে নেমে আসে চরম বিশৃঙ্খলা। শান্তিপূর্ণ সমাজ জীবন অশান্তির নরকে পরিণত হয়। এ অবস্থায় এক শ্রেণীর লোক সমাজে বসবাস করে, যারা প্রকাশ্যে খুব সুন্দর ভঙ্গিমায় নিজেকে উপস্থাপন করলেও মূলতঃ সে সমাজে উচ্ছৃংখলদের অন্তর্ভুক্ত। আর তাদের কারণে সমাজের মনুষ নানাবিধ সমাস্যার মধ্যে পতিত হয়। কোন কোন পর্যায়ে নিজের মান সম্মানটুকুও হারাতে বসে। এর সুষ্ঠু সমাধান পেতে চাইলে মহাগ্রন্থ আল-কুরআনের দিক নির্দেশনায় বাস্তব জীবন ঢেলে সাজাতে হবে। কেননা 'আল-কুরআনকে আল্লাহ তা'আলা هُدًى لِلْمُتَّقِينَ তথা 'তাক্বওয়াশীলদের পথপ্রদর্শক হিসাবে অবতীর্ণ করেছেন' *(বাক্বারাহ ২/২)*। এমনকি সমস্ত মানুষের জন্য পথ প্রদর্শক' *(বাক্বারাহ ১৮৫)*। সাধারণ মানুষ যাতে মানবরূপী উচ্ছৃংখলদের কবল থেকে বেঁচে থাকতে পারে, তাই আল্লাহ তাদের কতিপয় স্বভাবের কথা তুলে ধরেছেন সূরা মাঊনে। তারা যেন এ মহান শিক্ষাকে কাজে লাগিয়ে সুন্দর জীবন গঠন করতে পারে। সাথে সাথে ঐ সকল আচরণ থেকে নিজেকে মুক্ত রেখে জাতিকে সুশীল সমাজ উপহার দিতে পারে। ফলশ্রুতিতে সমাজ জীবনে নেমে আসে শান্তির ফল্গুধারা এবং সমাজ জীবন হয়ে উঠে স্থিতিশীল। সূরা মাঊনের মধ্যে যে মহান শিক্ষা লুক্কায়িত আছে, তা একজন মানুষের জীবনের মোড় পরিবর্তনে যথেষ্ট ভূমিকা রাখতে পারে। একটা সমাজ পরির্বতনেও এ শিক্ষার পুরোপুরি বাস্তবায়ন একান্ত প্রয়োজন।

সাতটি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আয়াত সম্বলিত এ ছোট্ট সূরাটিতে এক ব্যাপক ও বিশাল বিষয়বস্তু আলোচিত হয়েছে। ঈমান ও কুফরের ভিত্তিতে মানুষের চিন্তা, বিশ্বাস ও চরিত্রে যে বিরাট পার্থক্য ও ব্যবধান, এ সূরায় সুস্পষ্টভাবে তা নির্ণীত হয়েছে। ইসলামী জীবনদর্শন, পরকালের শাস্তি ও পুরস্কারের প্রতি দৃঢ় প্রত্যয়, মানব চরিত্র ও আচরণে যে সকল ধর্মীয় গুণাবলীর সৃষ্টি করে এবং যে সকল মহৎ গুণাবলী মানবীয় বৈশিষ্ট্যকে সুষমামণ্ডিত করে তোলে, তার বিশদ বর্ণনা রয়েছে।

অপরদিকে দ্বীন ও আখেরাতের প্রতি অবিশ্বাসীদের চরিত্র ও আচরণ কত জঘন্য হ'তে পারে, তারা মানুষের প্রতি কত নিষ্ঠুর ও নির্মম হ'তে পারে, আবার কপট বিশ্বাসী ও প্রদর্শনীমূলক মানসিকতা নিয়ে যারা বকধার্মিকতা, লোক দেখানো ও লেফাফা দুরস্তির ভান করে, তারা মানুষের প্রতি কতটা নির্দয় হয়, কতটা অসহযোগিতা মূলক আচরণ করে, এ সকল দিকই এ সূরাই আলোচিত হয়েছে। সর্বশেষে রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম কে প্রেরণের মাধ্যমে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন যে কল্যাণধর্মী সহমর্মিতা, সংবেদনশীলতা ও পারস্পরিক সহযোগিতামূলক শান্তি ও রহমতের সমাজ গড়ে তুলতে চান; তার এক বাস্তব চিত্র এ ছোট্ট সূরাটিতে উপস্থাপন করা হয়েছে।[১]

এ সূরায় এ মহান শিক্ষাও তুলে ধরা হয়েছে যে, দ্বীন ইসলাম কোন সংকীর্ণ, অনুদার ও প্রদর্শনীমূলক অনুষ্ঠান ও রীতি-নীতি সর্বস্ব ধর্মও নয়। ইসলাম নিষ্ঠা ও একাগ্রচিত্ততা বর্জিত কোন জীবনদর্শন নয়। বরং একমাত্র আল্লাহ্র জন্য নিবেদিতপ্রাণ হওয়া, পরম নিষ্ঠা, একাগ্রচিত্ততা, আন্তরিকতা ও আত্মসমর্পনের আদর্শই হল ইসলাম। এ ধর্ম তার অনুসারীদেরকে কত সৎ কর্মশীল করে তুলতে পারে, কত দৃষ্টান্তমূলক উত্তম চরিত্র সৃষ্টি করতে পারে, কত উন্নত ও মানব কল্যাণের মহৎ গুণাবলীতে ভূষিত করতে পারে, তার মনোজ্ঞ আলোচনা এখানে পেশ করা হয়েছে। সত্যিকার বলতে গেলে এ সকল গুণাবলীই একটি মার্জিত, সুসভ্য ও প্রগতিশীল সমাজ গঠনের দৃঢ় ভিত্তি স্থাপন করে।

যখন কোন ব্যক্তির জীবন তার মুখে দাবীকৃত আন্তরিক বিশ্বাসের বিপরীত দিকে প্রবাহিত হয়, তার কথার সাথে তার বাস্তব জীবনের আচরণের অমিল দেখতে পাওয়া যায়, তার বিশ্বাসের ভিত্তিতে তার জীবনের কর্মকাণ্ড নিয়ন্ত্রিত ও পরিচালিত না হয়, তার ঈমান বিরোধী আচরণই এ কথার সুস্পষ্ট দলীল যে, তার মুখের দাবী সত্য নয়। তার হৃদয়ে ইসলামী জীবনাদর্শের আদৌ কোন অস্তিত্ব নেই। সূরা মাঊনের সুস্পষ্ট ভাষ্য দ্বারা এটিই প্রমাণিত হয়েছে।[২]

নিম্নে এ সূরার সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা ও সামাজিক শিক্ষা আলোচনা করার প্রয়াস পাব ইনশাআল্লাহ-

---

১. সাইয়্যেদ কুতুব শহীদ, ফী যিলালিল কুরআন (বৈরুতঃ দারুশ শুরুক, দ্বিতীয় সংস্করণ; ১৪০৬ হিঃ ১৯৮৬ ইং), ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃঃ ৩৯৪৮।

২. ঐ, পৃঃ ৩৯৮৫।

প্রথমতঃ ক্বিয়ামত দিবসের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন :

মহান রাব্বুল আলামীন রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম কে সম্বোধন করে বলেছেন, أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ '(হে রাসূল!) আপনি কি তাকে দেখেছেন, যে বিচার দিবসকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে' *(মাঊন ১০৭/১)*। এখানে নবী করীম ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম কে সম্বোধন করে কর্মফলকে প্রত্যাখ্যানকারী দু'শ্রেণীর মানুষের নৈতিক চরিত্রের চিত্রাংকন করা হয়েছে। পরকালে অবিশ্বাসীদের নৈতিক চরিত্রকে তুলে ধরা এ সূরার মূল বক্তব্য। রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম -এর তিরোধানের পর প্রত্যেক বুদ্ধিমান ব্যক্তিকে এর দ্বারা সম্বোধন করা হয়েছে। এরূপ ক্ষেত্রে কুরআনের বাচনভঙ্গি এরূপই হয়ে থাকে। 'তুমি কি দেখেছ' বলে তুমি কি ঐ ব্যক্তির চরিত্রকে চর্মচোখে ও অন্তরের চোখে দেখছ বুঝতে হবে। يُكَذِّبُ بِالدِّينِ 'যে কর্মফলকে প্রত্যাখ্যান করেছে'। এখানে 'বিদ্বীন' দ্বারা কর্মফলকে বুঝানো হয়েছে। 'দ্বীন' অর্থ কর্মফল নেওয়া হ'লে এ সূরার ভাবার্থ হবে, কর্মফল অস্বীকার করলে মানুষের নিম্নরূপ স্বভাব চরিত্র সৃষ্টি করে দেয়। কর্মফলকে যে অবিশ্বাস করে তার চরিত্র কী ধরনের হয়, তা উল্লেখ করে বলা হয়েছে। মানুষ একটু চিন্তা করলে বুঝতে পারে, তাদের চরিত্র হ'ল পরবর্তী আয়াতগুলি।[৩]

আয়াতের সূচনাতেই যারা উপলব্ধি করতে চায়, যারা প্রত্যক্ষদর্শীর মত এ থেকে শিক্ষা গ্রহণ করতে চায় তাদেরকে সম্বোধন করে প্রশ্ন করা হয়েছে যে, কারা পরকালে শাস্তি ও পুরস্কার দিবসকে মিথ্যা মনে করে? কুরআনুল কারীমের এ প্রশ্নের প্রতিপাদ্য বিষয় হচ্ছে যে, যারা নিম্নে উল্লেখিত আচরণে অভ্যস্থ, তারাই প্রকৃতপক্ষে দ্বীনের প্রতি অবিশ্বাসী। তাই প্রথম আয়াতে তুমি কি প্রত্যক্ষ করেছ দ্বীনের প্রতি অবিশ্বাসী কারা? এর উত্তরে স্বয়ং আল্লাহ বলেছেন, তারাই দ্বীনের প্রতি অবিশ্বাসী, তারাই দ্বীনকে মিথ্যা মনে করে, যারা ইয়াতীমকে গলা ধাক্কা দেয়, যারা মিসকীনকে আহার প্রদানে উৎসাহিত ও অনুপ্রাণিত করে না।[৪]

---

৩. মুহাম্মাদ আব্দুন নূর সালাফী, কুরআন মাজীদ আম্মা পারার ব্যাখ্যা সহ বঙ্গানুবাদ (রংপুর : সালাফী প্রকাশনী, প্রকাশকাল : মুহাররম ১৪১৪ হিঃ), পৃঃ ৬২-৬৩। পরবর্তীতে এ উৎসটি 'আঃ নূর কুরআন মজীদ' নামে ব্যবহৃত হবে।

৪. ফী যিলালিল কুরআন, ৬/৩১৮৫।

মুমিন ব্যক্তি বিচার দিবসকে অস্বীকার করে না। সুতরাং কোন মুমিন যদি এসব দুষ্কর্ম করে তবে তা শরী'আত মতে কঠোর গুণাহ ও নিন্দনীয় অপরাধ হ'লেও বর্ণিত শাস্তির বিধান তার জন্যে প্রযোজ্য নয়। এ কারণেই প্রথমে এমন ব্যক্তির কথা বলা হয়েছে, যে বিচার দিবসকে অস্বীকার করে। এতে অবশ্যই ইঙ্গিত আছে যে, বর্ণিত দুষ্কর্ম কোন মুমিন ব্যক্তি দ্বারা সংঘটিত হওয়া প্রায় অসম্ভব। এটা কোন অবিশ্বাসী কাফেরই করতে পারে।[৫]

তৎকালীন সমাজে তথা ইসলামের আগমন কালের মানুষ এবং তার পূর্ববর্তীরা ক্বিয়ামত দিবসে বিশ্বাসী ছিল না। সে সময়ের মানুষদের ধারণা ছিল যে, মানুষ প্রকৃতিগতভাবে দুনিয়ায় এসেছে। আবার এমনিতেই দুনিয়া হ'তে বিদায় নিবে। আর মৃত্যু বরণ করার পর মানুষের পুনরুত্থান হবে না। মানুষ পঁচে-গলে প্রকৃতির সাথে মিশে যাবে। তার ইহকালিন জীবনের হিসাব নিকাশ হবে না। কেননা ঐ পঁচা অসার দেহকে আবার কিভাবে জীবন দান করবে? জাহেলী যুগের কবিদের কাব্যে এর ভুরি-ভুরি প্রমাণ মেলে। এ মর্মে দু'একটি কবিতার অংশ বিশেষভাবে উপস্থাপন করা হ'ল।-

حياة ثم موت ثم نشر ۞ حديث خرافة يا ام عمرو

'জীবন, মরণ, তৎপর পুনরুত্থান। হে আমরের মা এই সব বাজে কথা'।[৬] কবি জীবন, মরণ ও পুনরুত্থান এসব কাজকে অযৌক্তিক কথা বলে উড়িয়ে দিয়েছেন। এছাড়া আরেক কবির ভাষায়-

يحدثنا الرسول بان سنحيا ۞ وكيف حياة اصداء وهام

'এই রাসূল আমাদেরকে বলেন যে, আমরা পুনরায় জীবিত হব। কিন্তু কেমন করে জং ও মাথায় মরা খুপরীর মধ্যে জীবন আসতে পারে?'[৭]

তারা মনে করত জীবন-মৃত্যু এটা নিছক প্রকৃতির নিয়ম। মরণের পর পুনরায় জীবন লাভে তারা বিশ্বাসী ছিল না। বহুকাল পর্যন্ত হাযার হাযার মানুষের বদ্ধমূল ধারণা, মানুষ এমনিতেই সৃজিত হয়েছে। তার সৃষ্টির পিছনে কারো কোন তদবীর নেই। তাই তারা পরকালকে বিশ্বাস করত না। কিন্তু ইসলাম

---

৫. তাফসীরে মা'আরেফুল কুরআন, মূল : মাওলানা মুহাম্মাদ শফী, অনুবাদ : মুহিউদ্দীন খান (ঢাকা : ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ, ১ম সংস্করণ আগষ্ট ১৯৮৪ ইং), ৮ম খণ্ড, পৃঃ ১০১৯।

৬. ইসলাম ও জাহেলিয়াতের দ্বন্দ্ব, মূল : ইমাম মুহাম্মাদ আব্দুল ওয়াহ্হাব নজদী (রহঃ), অনুবাদ : ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব, (সাঊদী আরবঃ প্রধান কার্যালয় গবেষণা, ইফতা, দাওয়াত ও ইরশাদ বিভাগ, অনুবাদ ও প্রকাশনা দফতর, রিয়াদ ১৯৯১ ইং), পৃঃ ১৪৩।

৭. ঐ।

গ্রহণ করতে হ'লে সর্বাগ্রে কয়েকটি বিষয়ের প্রতি ঈমান আনতে হয়, তন্মধ্যে বিচার দিবস একটি। হাদীছে জিবরীলে[৮] এসেছে স্বয়ং জিবরাঈল দ্বীন শিক্ষার নিমিত্তে রাসূল ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম -এর দরবারে আসলেন এবং জিজ্ঞেস করলেন ঈমান কী?

فَأَخْبِرْنِى عَنِ الإِيمَانِ قَالَ أَنْ تُؤْمِنَ بِاللهِ وَمَلاَئِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَتُؤْمِنَ بِالْقَدَرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ.

'জিবরীল বললেন, আমাকে বলুন! ঈমান কাকে বলে? উত্তরে রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম বললেন, আল্লাহ্র প্রতি, ফেরেশতাগণের প্রতি, কিতাব সমূহের প্রতি, নবী-রাসূলগণের প্রতি, শেষ দিবসের প্রতি, ভাগ্যের ভাল-মন্দের প্রতি বিশ্বাস স্থাপনের নাম ঈমান।[৯] যে উক্ত বিষয়গুলির প্রতি ঈমান আনবে না সে পথভ্রষ্ট। মহান আল্লাহ এ সম্পর্কে বলেন,

وَمَنْ يَكْفُرْ بِاللهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا-

'বস্তুতঃ যে অবিশ্বাস করেছে আল্লাহকে, তাঁর ফেরেশতাগণে, তাঁর কিতার সমূহে, তাঁর রাসূলগণে এবং শেষ দিবস তথা বিচার দিবসে, সে নিশ্চিত রূপে সঠিক পথ হ'তে বহু দূরে ছিটকে পড়েছে' *(নিসা ৪/১৩৬)*। বিচার দিবস বা ক্বিয়মত দিবসের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন মুসলিম ব্যক্তির এক অপরিহার্য বিষয়। ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করলে এর প্রতি পূর্ণ বিশ্বাস রাখতে হয়। ইসলাম গ্রহণের পর কেউ তা অস্বীকার করলে সে মুসলিম থাকতে পারে না।

إِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ فَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ قُلُوبُهُمْ مُنْكِرَةٌ وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ.

'ইলাহ এক, তিনিই তোমাদের ইলাহ, সুতরাং যারা আখিরাতে বিশ্বাস করে না তাদের অন্তর সত্যবিমুখ এবং তারা অহংকারী' *(নাহল ১৬/২২)*। যারা পরকালকে বিশ্বাস করে না তাদেরকে আল্লাহ পবিত্র কুরআনে পথভ্রষ্ট ও অহংকারী বলে আখ্যায়িত করেছেন। আর কোন মুসলমানের হৃদয়ে অণু পরিমাণ অহংকার জিইয়ে রাখা গুরুতর পাপ। যা সকল অবস্থায় বর্জন করা আমাদের বাঞ্ছনিয়। আল্লাহ আরো বলেন,

لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ.

---

৮. প্রশ্নকারী স্বয়ং জিবরীল ছিলেন বলে হাদীছটিকে 'হাদীছে জিবরীল' বলা হয়ে থাকে। দ্রঃ মাওলানা নূর মোহাম্মদ আজমী রহঃ, বঙ্গনুবাদ মিশকাত ১/১১ পৃঃ।

৯. ছহীহ মুসলিম হা/১০২, মিশকাত হা/২।

‘পূর্ব ও পশ্চিম দিকে মুখ ফিরানোতে কোন পুণ্য নেই কিন্তু পুণ্য আছে কেউ আল্লাহ, আখিরাত, ফিরিশতাগণ, সকল আসমানী কিতাব এবং নবীগণের উপর ঈমান আনলে’ *(বাক্বারাহ ২/১৭৭)*।

প্রকৃতপক্ষে দ্বীন ইসলামের সত্যতাকে শুধু মুখে স্বীকার করার নামই ঈমান নয়; বরং ঈমান তাই, যা অন্তরে গভীর প্রত্যয় জন্মায়, যা মানব জীবনে ঈমানের দাবী পূরণের সকল পারিপার্শ্বিক ও আনুষঙ্গিক বৈশিষ্ট্যাবলী বিকশিত করে। যে বিশ্বাসের স্বীকৃতির সাথে জীবনের সকল কর্মের সাদৃশ্য খুঁজে পাওয়া যায়। আল্লাহ শুধু মানুষের মৌখিক স্বীকৃতিই চান না; বরং মৌখিক স্বীকৃতির সাথে হৃদয়ের সুদৃঢ় বিশ্বাস উপস্থাপনই আল্লাহ চান। যে মুখের কথার সাথে কর্মময় জীবনের কোন মিল নেই, সে দাবী নিছক বুদবুদ, তা ধোয়ার শূন্যে মিলে যায়। যে দাবী ও কথার সাথে কাজের মিল নেই, সে কথার আদৌ কোন গুরুত্ব আল্লাহ সুবহা-নাহু তা’আলার নিকট নেই।[১০]

মৃত্যুর পর সকল মানুষের পুনরুত্থান সম্পর্কে আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

وَأَنَّ اللهَ يَبْعَثُ مَنْ فِي الْقُبُورِ.

‘পুনরুত্থিত করবেন তাদেরকে যারা কবরে আছে’ *(হজ্জ ২২/৭)*।

মহান আল্লাহ অন্যত্র বলেন, ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ تُبْعَثُونَ ‘তারপর ক্বিয়ামতের দিন তোমাদেরকে পুনরুত্থিত করা হবে’ *(মুমিনুন ২৩/১৬)*।

وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللهُ ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَى فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنْظُرُونَ.

‘শিঙ্গায় ফুঁক দেয়া হবে, ফলে যাদেরকে আল্লাহ ইচ্ছা করেন তারা ব্যতীত আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সকলে মূর্ছিত হয়ে পড়বে। তারপর আবার শিঙ্গায় ফুঁক দেয়া হবে, তখনই তারা দণ্ডায়মান হয়ে তাকাতে থাকবে’ *(যুমার ৩৯/৬৮)*। মানুষের পুনরুত্থান দিবস সম্পর্কে এত পরিমাণ আলোচনা পবিত্র কুরআনে উপস্থাপিত হয়েছে, যা অস্বীকার করার কোন সুযোগ নেই। এ মর্মে মহান আল্লাহ আরো বলেন,

---

১০. ফী যিলালিল কুরআন, ৬/৩৯৮৫।

وَقَالُوا أَإِذَا كُنَّا عِظَامًا وَرُفَاتًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا. قُلْ كُونُوا حِجَارَةً أَوْ حَدِيدًا. أَوْ خَلْقًا مِمَّا يَكْبُرُ فِي صُدُورِكُمْ فَسَيَقُولُونَ مَنْ يُعِيدُنَا قُلِ الَّذِي فَطَرَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ فَسَيُنْغِضُونَ إِلَيْكَ رُءُوسَهُمْ وَيَقُولُونَ مَتَى هُوَ قُلْ عَسَى أَنْ يَكُونَ قَرِيبًا.

'তারা বলে যখন আমরা অস্থিতে পরিণত ও চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যাব, তখনও কি নতুনভাবে সৃজিত হয়ে উত্থিত হব? বলুন! তোমরা পাথর হয়ে যাও কিংবা লোহা অথবা এমন কোন বস্তু, যা তোমাদের ধারণায় খুবই কঠিন। তথাপি তারা বলবে, আমাদের পুনর্বার কে সৃষ্টি করবে? বলুন! যিনি তোমাদের প্রথমবার সৃজন করেছেন। অতঃপর তারা আপনার সামনে মাথা নাড়াবে এবং বলবে, এটা কবে হবে? বলুন! শীঘ্রই' *(বণী ইসরাঈল ১৭/৪৯-৫১)*।

قَالَ مَنْ يُحْيِ الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ. قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنْشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ... أَوَلَيْسَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِقَادِرٍ عَلَى أَنْ يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ بَلَى وَهُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ.

'সে বলে অস্থিতে প্রাণ সঞ্চার করবে কে যখন তা পঁচে-গলে যাবে? বলুন, এর মধ্যে প্রাণ সঞ্চার করবেন তিনিই যিনি তাকে প্রথমবার সৃষ্টি করেছেন এবং তিনি প্রত্যেকটি সৃষ্টি সম্বন্ধে সম্যক পরিজ্ঞাত। যিনি আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন তিনি কি তোমাদেরকে অনুরূপ সৃষ্টি করতে সমর্থ নন? হ্যাঁ, নিশ্চয়ই তিনি মহাস্রষ্টা, সর্বজ্ঞ' *(ইয়াসীন ৩৬/৭৮-৮১)*।

এ আয়াতগুলিতে বিধর্মীদের ধৃষ্টতাপূর্ণ আচরণের কথা তুলে ধরা হয়েছে। আল্লাহ পুনরুত্থান সম্পর্কে আলোচনা এমনভাবে উপস্থাপন করেছেন, যেন সকল মানুষ সহজেই বুঝতে পারে। নিঃসন্দেহে কোন প্রকার নমুনা ছাড়াই প্রথমবার সৃষ্টি করাই বেশী জটিল। যিনি প্রথমবার সুচারুরূপে সৃষ্টিকাজ সুসম্পন্ন করেছেন দ্বিতীয়বার সৃষ্টি করা তার জন্য খুবই সহজ। তাছাড়া আল্লাহ সকল বিষয়ে সর্বশক্তিমান। তার জন্য এটা আরো সহজ। তিনি এমর্মে আরো বলেন,

إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِمَنْ خَافَ عَذَابَ الْآخِرَةِ ذَلِكَ يَوْمٌ مَجْمُوعٌ لَهُ النَّاسُ وَذَلِكَ يَوْمٌ مَشْهُودٌ.

‘নিশ্চয়ই এর মধ্যে নিদর্শন রয়েছে এমন প্রতিটি মানুষের জন্য, যে আখেরাতের আযাবকে ভয় করে, তা এমন এক দিন, যেদিন সব মানুষই সমবেত হবে, সে দিনটি হাযিরের দিন’ *(হূদ ১১/১০৩)*।

مِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَى

‘আমি মাটি হতে তোমাদের সৃষ্টি করেছি এবং তাতেই তোমাদের ফিরিয়ে দিব, আবার মাটি হতেই পুনর্বার তোমাদের বের করব’ *(ত্বহা ২০/৫৫)*।

وَأَقْسَمُوا بِاللهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَا يَبْعَثُ اللهُ مَنْ يَمُوتُ بَلَى وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ. لِيُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي يَخْتَلِفُونَ فِيهِ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّهُمْ كَانُوا كَاذِبِينَ.

‘তারা আল্লাহ্র নামে কঠোর শাপথ করে যে, যার মৃত্যু হয় আল্লাহ তাকে পুনরুজ্জীবিত করবেন না। অবশ্যই এর পাকাপোক্ত ওয়াদা হয়ে গেছে। কিন্তু অধিকাংশ লোক জানে না। তিনি পুনরুজ্জীবিত করবেনই, যাতে যে বিষয়ে তাদের মধ্যে মতানৈক্য ছিল তা প্রকাশ করা যায় এবং যাতে কাফেররা জেনে নেয় যে, তারা মিথ্যাবাদী ছিল’ *(নাহাল ১৬/৩৮-৩৯)*।

أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ. أَوَآبَاؤُنَا الْأَوَّلُونَ. قُلْ نَعَمْ وَأَنْتُمْ دَاخِرُونَ. فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ فَإِذَا هُمْ يَنْظُرُونَ. وَقَالُوا يَا وَيْلَنَا هَذَا يَوْمُ الدِّينِ. هَذَا يَوْمُ الْفَصْلِ الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تُكَذِّبُونَ.

‘আমরা মরে যাব এবং মাটি হয়ে ও হাড়ে পরিণত হয়ে যাব, তখনও কি আমরা পুনরুত্থিত হব? আমাদের পিতৃপুরুষগণও কি? বলুন! হ্যাঁ এবং তোমরা হবে লাঞ্ছিত। বস্তুতঃ সে উত্থান হবে একটি বিকট শব্দ মাত্র যখন তারা প্রত্যক্ষ করতে থাকবে এবং বলবে দুর্ভাগ্য আমদের। এটাই তো প্রতিফল দিবস। বলা হবে এটাই ফায়ছালা দিবস, যাকে তোমরা মিথ্যা বলতে’ *(ছাফফাত ৩৭/১৬-২১)*।

আলোচ্য আয়াতগুলিতে প্রমাণিত হয়, বিচার দিবসকে অস্বীকার করার কোন পথ খোলা নেই। শেষ পর্যন্ত অস্বীকারীরাও বিচার দিবসকে স্বীকার করতে বাধ্য হবে। বিচার দিবস চির সত্য, প্রত্যেক মুসলমানকে এর উপর দৃঢ় ঈমান রাখতে হবে। অন্যথায় সূরার পরবর্তী আয়াতের অনুকূলে তারাও পতিত হবে। যারা দুনিয়াবী জীবনে বিচার দিবসকে অস্বীকার করে, তারা সেদিন

নিজেদেরকে লজ্জিত মনে করবে। তখন তাদের আফসোস করা ছাড়া আর কিছুই করার থাকবে না। উমাইয়া ইবনু আবিস-সালত (মৃতঃ ৬২৪ খ্রীঃ) বলেন,

الانبى لنا منا فيخبرنا ۞ ما بعد غايتنا من رأس محيانا

'আমরা তেমন নবী চাই, যিনি বলবেন ভেদের কথা; জীবন মরণ শেষে আমরা গিয়ে পৌঁছব যেথা।'[১১] জনৈক কবি বলেন,

الى ديان يوم الدين نمضى ۞ و عند الله تجتمع الخصوم

'ক্বিয়ামতের দিন হিসাব গ্রহণকারীর নিকট চলেছি এবং আল্লাহ্র নিকটেই বাদী-বিবাদী সকলে একত্রিত হবে'।[১২] পরবর্তী পর্যায়ের কবিদের কবিতাতেও বিচার দিবসের স্বীকৃতি পাওয়া যায়। কবি কেন, যে কোন ব্যক্তি ইসলাম সম্পর্কে গবেষণা করলেই তার সত্যতা স্বীকার করতে বাধ্য হবেন।

উপরের আলোচনা সামনে রেখে বলতে হয়, মৃত্যু এবং বিচার দিবসকে অস্বীকার করে কেউই নিষ্কৃতি পাবে না। এর কবলে সকলকে পড়তেই হবে। এ থেকে কেউ রেহাই পায়নি এবং পাবেও না। কারণ কোন জীবই মরণ থেকে নিজেকে বাঁচাতে পারবে না। আর যখন কেউ মৃত্যু বরণ করবে তখনই শুরু হবে পরকালের প্রাথমিক নমুনা। কবরের হিসাব তাকে দিতেই হবে। এখান থেকেই শুরু হয়ে যাবে বিচার দিবসের পূর্ব প্রস্তুতী। অতীতে অনেক প্রতাপশালী রাজা-বাদশা এ পৃথিবীতে বিচরণ করেছেন। যাদের কেউ কেউ নিজেকে স্রষ্টার আসনে আসীন করতেও দ্বিধাবোধ করেনি, তারাও কিন্তু মায়াবী পৃথিবী ছেড়ে পরপারে পাড়ি জমিয়েছেন। পরকালের জীবন থেকে মুক্ত থাকার ব্যাপারে মানুষের কোন শক্তি নেই। এটা সম্পূর্ণ আল্লাহ্র ইচ্ছাধীন। স্বেচ্ছায় হোক আর অনিচ্ছায় হোক সকলকে পরকালের মুখোমুখী হতে হবে। মহাকালের ইতিহাসই এর নীরব সাক্ষী। তাই শেষ দিবস তথা বিচার দিবসে মুক্তি পেতে চাইলে অন্যান্য বিষয়ের সাথে শেষ দিবসের প্রতিও ঈমান আনতে হবে। প্রকৃত মুমিন তারাই যারা দ্বিধহীন চিত্তে প্রতিফল দিবসকে মেনে নিয়েছে। আর তাদের জন্য আল্লাহ্র নিকট উত্তম প্রতিদান মওজুদ আছে।

---

১১. আ. ত. ম. মুছলেহ উদ্দীন, আরবী সাহিত্যের ইতিহাস (ঢাকা : ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ, ৩য় প্রকাশঃ জুন, ১৯৯৫ ইং), পৃঃ ৯৯।

১২. ইসলাম ও জাহেলিয়াতের দ্বন্দ্ব, পৃঃ ৪৫।

দ্বিতীয়তঃ ইয়াতীমদের সাথে সদ্ব্যবহার করা :

আল্লাহ তা‘আলা বলেন, فَذَلِكَ الَّـــذِي يَـــدُعُّ الْيَتِـــيمَ ‘সে সেই ব্যক্তি, যে ইয়াতীমকে গলাধাক্কা দিয়ে তাড়িয়ে দেয়, *(মাঊন ১০৭/২)*। যারা বিচার দিবসকে অস্বীকার করে তারাই পিতৃহীন ইয়াতীমদের সাথে রূঢ় আচরণ করে, তাকে গলাধাক্কা দিয়ে তাড়িয়ে দেয়। এ শ্রেণীর ব্যক্তিদের থেকে বাঁচতে হ’লে অবশ্যই ইয়াতীমদের সাথে উত্তম ব্যবহার করতে হবে। এ আয়াতে পরোক্ষভাবে মুসলিম মিল্লাতকে এ শিক্ষাই দেওয়া হয়েছে। অনাথ ইয়াতীমদের সাথে ভাল ব্যবহার করার মাধ্যমে মনের কালিমা দূরিভূত হয়। তাছাড়া ইয়াতীমদের জীবন বড়ই অসহায়ত্বের জীবন। কারণ তারা অপ্রাপ্ত বয়সে পৃথিবীর এক মহা মূল্যবান অভিভাবক, পিতাকে হারিয়েছে। যে বেদনা ভুলার নয় তথাপিও ধৈর্য ধারণ করতে হয়। পিতার অনুপস্থিতিতে অন্যদেরকে তারা পিতার স্থানে দেখতে অধিক আগ্রহী হওয়ায় স্বাভাবিক। অন্যরা যদি তাদের সাথে অভিভাবকত্ব সুলভ আচরণ করে, তাহ’লে হয়ত পিতার বিয়োগ ব্যাথ্যা দূর করতে তাদের জন্য সহজ হয়। এ দৃষ্টিকোণ থেকেও তাদের সাথে সুন্দর ব্যবহার করা সকলের নৈতিক দায়িত্ব। পিতৃহীনদের সাথে উত্তম আচরণ করা সম্পর্কে পবিত্র কুরআন এবং মহানবী ছাল্লাল্লা-হু ‘আলাইহে ওয়াসাল্লাম-এর মুখনিঃসৃত বাণীতে বেশ গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। এমর্মে আল্লাহ তা’আলা বলেন,

وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ. كَلَّا بَلْ لَا تُكْرِمُونَ الْيَتِيمَ.

‘যখন তিনি তাকে পরীক্ষা করেন, অতঃপর রিযিক সংকুচিত করে দেন, তখন বলে, আমার পালনকর্তা আমাকে হেয় করেছেন। না, কখনোই নয়। বস্তুতঃ তোমরা ইয়াতীমকে সম্মান কর না’ *(ফজর ৮৯/১৬-১৭)*। পবিত্র কুরআনের অত্র বাণীতে বুঝা যায় ইয়াতীমদের প্রতি সদাচরণ না করলে আল্লহ তার রিযিককে সংকুচিত করে দেন। তাদের প্রতি দয়া প্রকাশ করার মাধ্যমে উপার্জনে স্বচ্ছলতার ইঙ্গিতও এর মধ্যে পাওয়া যায়।

যে ব্যক্তি পিতৃহীনের সহায়-সম্পত্তি হরণ করে তাকে গলাধাক্কা দিয়ে তাড়িয়ে দেয়, তার কাছে কোন পিতৃহীন সাহায্যের আবেদন জানালে সে তাকে তাড়িয়ে দেয়। উপরন্তু সে তার প্রতি অত্যাচার করে। যে পাষণ্ড পিতৃহীনের প্রতি অনুরূপ আচরণ করে সে মুখে পরকালকে অস্বীকার করুক আর নাই করুক সে আসলেই পরকালে অবিশ্বাসী।[১৩] কোন ব্যক্তি পরকালের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করলে সে ইয়তীমদের প্রতি রূঢ় আচরণ করতে পারে না। তাদের সম্পর্কে মহান আল্লাহ অন্যত্র বলেন,

১৩. আঃ নূর কুরআন মাজীদ, পৃঃ ৬৩; ফী যিলালিল কুরআন, ৬/৩৯৮৫।

وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ وَإِنْ تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ وَاللهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ.

'হে নবী! তারা আপনাকে জিজ্ঞেস করে ইয়াতীম সংক্রান্ত হুকুম। বলে দিন! তাদের কাজ-কর্ম সঠিকভাবে গুছিয়ে দেয়া উত্তম, আর যদি তাদের ব্যয়ভার নিজের সাথে মিশিয়ে নাও তাহ'লে মনে করবে তারা তোমার ভাই। বস্তুতঃ অমঙ্গলকামী ও মঙ্গলকামীদেরকে আল্লাহ জানেন' *(বাক্বারাহ ২/২২০)*।

অনাথ-ইয়াতীমদেরকে স্বীয় ভাইয়ের মত করে লালন-পালন করতে হবে। কোনভাবে যেন তাদের প্রতি অবিচার না হয়, এ বিষয়ে সজাগ দৃষ্টি রাখতে হবে। মহান আল্লাহ বলেন,

وَآتُوا الْيَتَامَى أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَى أَمْوَالِكُمْ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا. وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلَّا تَعُولُوا.

'ইয়াতীমদেরকে তাদের ধন-সম্পদ বুঝিয়ে দাও। সাবধান! খারাপ মালের সাথে ভাল মালের পরিবর্তন করো না। আর তাদের ধন-সম্পদ নিজেদের ধন-সম্পদের সাথে মিশ্রিত করে তা গ্রাস করো না। নিশ্চয়ই এটা বড় অপরাধ বা মন্দ কাজ। আর যদি তোমরা আশংকা কর যে ইয়াতীমদের (মেয়েদের) প্রতি সুবিচার করতে পারবে না, তবে নারীগণের মধ্য হ'তে তোমাদের পসন্দ মত দুই দুই, তিন তিন অথবা চার চারজনকে বিয়ে কর; কিন্তু যদি তোমরা আশংকা কর যে, ন্যায়বিচার করতে পারবে না তবে মাত্র একজনকে অথবা তোমাদের দক্ষিণ হাত যার অধিকারী (ক্রীতদাসী) তাকে (বিয়ে কর)। এটা অবিচার না করার নিকটবর্তী' *(নিসা ৪/২-৩)*। তাদের কোন উত্তম সম্পদের সাথে নিজেদের নিম্নমানের সম্পদ দ্বারা রদ-বদল করা মহা অন্যায়। তাদের সম্পদ অন্যায়ভাবে ভোগ করাও অন্যায়। সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহারের দিকে খেয়াল রাখা সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির অবশ্য কর্তব্য। অন্যত্র আল্লাহ বলেন,

وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَنْ يَكْبَرُوا وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ وَكَفَى بِاللهِ حَسِيبًا.

'ইয়াতীমদের প্রতি বিশেষভাবে নযর রাখবে যে পর্যন্ত না তারা বিয়ের বয়সে পৌঁছে। যদি তাদের মধ্যে বুদ্ধি-বিবেচনার উন্মেষ আঁচ করতে পার, তবে তাদের সম্পদ তাদের হাতে অর্পন করতে পার। আর ইয়াতীমের সম্পদ প্রয়োজনাতিরিক্ত খরচ করো না বা বড় হয়ে যাবে মনে করে তাড়াতাড়ি খেয়ে ফেলো না এবং যে ব্যক্তি অভাব মুক্ত হবে সে নিজেকে সম্পূর্ণ বিরত রাখবে, আর যে ব্যক্তি অভাবগ্রস্থ হবে সে সঙ্গত পরিমাণ ভোগ করবে, অনন্তর যখন তাদের সম্পত্তি তাদেরকে সমর্পণ করতে চাও তখন তাদের জন্য সাক্ষী রেখো এবং আল্লাহই হিসাব গ্রহণে যথেষ্ট' *(নিসা ৪/৬)*। আয়েশা রাযিয়াল্লা-হু আনহা বলেন, আয়াতটি ইয়াতীমের অভিভাবক সম্বন্ধে অবতীর্ণ হয়েছে। অভিভাবক যদি অভাবগ্রস্থ হয়, তাহ'লে ন্যায়সঙ্গতভাবে ইয়াতীমের সম্পত্তি থেকে খেতে পারবে।[১৪] ইয়াতীম অপ্রাপ্ত বয়স্ক বালক-বালিকারা উপযুক্ত বয়সে উপনীত না হওয়া পর্যন্ত তাদের সম্পদের পূর্ণ হেফাযত করতে হবে দায়িত্বপ্রাপ্ত অভিভাবককে। আবার তারা পরিণত বয়সে উপনীত হ'লে তাদের নিকট তা তড়িৎ ফেরত দিতে হবে। এক্ষেত্রে বিলম্ব করা বা কোনরূপ টালবাহানা করা গুরুতর অপরাধ। যাদের অর্থিক স্বচ্ছলতা আছে। তাদের উচিত নয় অনাথদের সম্পদ ভোগ করা। তবে যদি তারা দরিদ্র হয়, তাহ'লে মনের মধ্যে কোন প্রকার কুচিন্তা ব্যতীত ন্যায় সঙ্গতভাবে তাদের সম্পদ প্রয়োজন মাফিক ভোগ করাতে কোন দোষ নেই। আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস রাযিয়াল্লা-হু আনহু কে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল, কখন ইয়াতীমের ইয়াতীমত্বের অবসান হয়? উত্তরে তিনি বলেন, আমার জীবনের শপথ! অনেক সময় কোন ব্যক্তির দাড়ি গজিয়ে যায়; অথচ সে তার নিজের হক্ব গ্রহণে দুর্বল থাকে এবং অন্য কারো হক্ব দানের বেলায়ও দুর্বল থাকে। সুতরাং যখন সে লোকদের মত নিজের অধিকার বুঝে নিতে পারে, তখনই তার ইয়াতীমত্বের অবসান ঘটে।[১৫]

অপর এক বর্ণনায় এসেছে, যখন সে বিবাহ যোগ্য হয়, তার মধ্যে বুদ্ধি-বিবেচনা পরিলক্ষিত হয় এবং তার সম্পদ তার কাছে প্রত্যার্পণ করা হয়, তখন তার ইয়াতীমত্বের অবসান ঘটে।[১৬] অন্যত্র আল্লাহ বলেন,

إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرً.

'যারা ইয়াতীমের অর্থ-সম্পদ অন্যায়ভাবে ভক্ষণ করে, তারা নিজের পেটে আগুনই ভর্তি করে এবং সত্ত্বরই তারা অগ্নিতে প্রবেশ করবে' *(নিসা ৪/১০)*।

১৪. ছহীহ বুখারী, হা/২৭৬৫।
১৫. ছহীহ মুসলিম হা/৪৭৮৭।
১৬. ছহীহ মুসলিম হা/৪৭৯১।

আবু সাঈদ খুদরী (রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম) মি'রাজের ঘটনায় বলেন, 'আমাকে কিছু লোকের নিকট নিয়ে যাওয়া হল যাদের উপর ফেরেশতাদেরকে ন্যাস্ত করা হয়েছে। তাঁরা তাদের মুখ খুলে ধরে জাহান্নামের গরম পাথর মুখে ঢুকিয়ে দিচ্ছেন, যা তাদের মুখের ভিতর দিয়ে প্রবেশ করে পিছনের রাস্তা দিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে। আমি জিবরীল (আঃ) কে জিজ্ঞেস করলাম, এরা কারা? তিনি বললেন, এরা অন্যায়ভাবে ইয়াতীমদের সম্পদ ভক্ষণকারী। তারা তাদের পেটের ভিতর আগুন ভরতে ব্যস্ত থাকবে'।[১৭]

অন্যায়ভাবে ইয়াতীমদের সম্পদ ভোগ করলে প্রকারান্তরে উদরে জাহান্নামের আগুনই পূর্ণ করা হয়। তাদের সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহার করা জাহান্নাম হ'তে বাঁচার একটা মাধ্যম। মহান আল্লাহ এত কঠিন শাস্তির কথা বলার কারণ হ'ল, যেন ঐ অনাথদের উপর কেউ অবিচার না করে। মহানবী (ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম) সাতটি ধবংসকারী বিষয় থেকে বিরত থাকতে বলেছেন, তন্মধ্যে (অন্যায়ভাবে) ইয়াতীমের সম্পদ গ্রাস করা অন্যতম।[১৮]

عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ اللهُمَّ إِنِّى أُحَرِّجُ حَقَّ الضَّعِيفَيْنِ الْيَتِيمِ وَالْمَرْأَةِ.

আবু হুরায়রা (রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু) হ'তে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, 'হে আল্লাহ! আমি দু'প্রকার দুর্বল লোকের হক্ব (নষ্ট করা) নিষিদ্ধ করেছি, তারা হল ইয়াতীম ও মহিলা'।[১৯] ইয়াতীমরা দুর্বল হওয়ার কারণে তাদের অধিকার নষ্ট করতে স্বয়ং মহানবী (ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম) নিষেধ করেছেন। এতে বুঝা যায় যে, তাদের অধিকার সঠিকভাবে হেফাযত করতঃ সময় মত তাদের নিকট পৌঁছে দিতে হবে। নতুবা অনাথের অধিকার নষ্টের অভিযোগে জাহান্নামের জ্বলন্ত শিখায় জ্বলতে হবে অনন্তকাল।

وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا.

'আর ইয়াতীমের মালের নিকটেও যেয়ো না, একমাত্র তার কল্যাণ কামনা ছাড়া, সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির যৌবনে পদার্পন করা পর্যন্ত এবং অঙ্গীকার পূর্ণ কর। নিশ্চয়ই অঙ্গীকার সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে' *(বনী ঈসরাঈল ১৭/৩৪)*।

তাদের প্রতি সদয় হওয়া খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। কেননা রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম) ও ইয়াতীম ছিলেন। এ ঘোষণা দিয়ে আল্লাহ পাক স্বীয় নবীকে সান্ত্বনা দিচ্ছেন,

১৭. মুসলিম, আল-কাবায়ির, পৃঃ ১০৮।
১৮. ছহীহ বুখারী, হা/২৭৬৬।
১৯. ইবনে মাজাহ, সনদ হাসান, হা/৩৬৭৮।

أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَى. وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى. وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى. فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ. وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ.

'তিনি (আল্লাহ) কি আপনাকে ইয়াতীম রূপে পাননি? অতঃপর তিনি আশ্রয় দিয়েছেন। তিনি আপনাকে পেয়েছেন পথহারা, অতঃপর পথ প্রদর্শন করেছেন। পেয়েছেন নিঃস্ব, অতঃপর অভাবমুক্ত করেছেন। সুতরাং আপনি ইয়াতীমদের প্রতি কঠোর হবেন না এবং সাওয়ালকারীকে ধমক দিবেন না' *(যোহা ৯৩/৬-১০)*। উল্লেখিত আয়াতে দৃষ্টিপাত করলে দেখতে পাব কোনক্রমেই ইয়াতীমদের গলাধাক্কা বা তাদের সাথে অশালীন আচরণ করা যাবে না। বরং তাদের সাথে সদা-সর্বদা সদ্ব্যবহার করতে হবে। সাথে সাথে পরিণত বয়সে তাদের ধন-সম্পদের পুরোপুরি হেফাযত করতে হবে। অন্যথায় শেষ দিবসে বিচারের কাঠগড়ায় ঠেকে যেতে হবে। স্বয়ং আল্লাহ তাঁর নবীকে ইয়াতীমদের প্রতি কঠোর হ'তে নিষেধ করেছেন এবং ধমক দিয়ে বলেছেন, 'আপনাকে কি ইয়াতীম অবস্থায় পাইনি?' এক্ষণে বিষয়টি কত জটিল তা তনুমনে গভীরভাবে প্রত্যেকের ভাবা উচিত।

রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম ও ইয়াতীমদের প্রতি সদয় আচরণ সম্পর্কে তাকীদ করেছেন। সাথে সাথে সুন্দরভাবে লালন-পালন ও তাদের প্রতি সর্বোত্তম ব্যবহারের জন্য লোভনীয় বিনময়ও ঘোষণা করেছেন। যেমনটি হাদীছে বিধৃত হয়েছে-

عَنْ سَهْلٍ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنَا وَكَافِلُ الْيَتِيمِ فِى الْجَنَّةِ هَكَذَا وَأَشَارَ بِالسَّبَّابَةِ وَالْوُسْطَى، وَفَرَّجَ بَيْنَهُمَا شَيْئًا.

সাহল ইবনু সা'দ রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু বলেন, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'আমি ও ইয়াতীমের দায়িত্ব বহনকারী, সে ইয়াতীম নিজের নিকটতম আত্মীয় হৌক বা অন্য কেউ হৌক জান্নাতে এভাবে থাকবে। এ কথা বলে তিনি নিজের শাহাদত ও মধ্যমা আঙ্গুল দ্বারা ইশারা করলেন এবং উভয়ের মাঝে কিঞ্চিত ফাঁক রাখলেন।[২০] ইয়াতীম প্রতি-পালনের জন্য মহা পুরস্কার হচ্ছে জান্নাতে নবী করীম ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম -এর সাথে অবস্থানের সুবর্ণ সুযোগ লাভ। বিভিন্ন প্রকার ভাল কাজের জন্য মহান আল্লাহ জান্নাতের ঘোষণা দিয়েছেন। তবে রাসূল ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম -এর সাথে অবস্থানের বিষয়ে কোন কথা বলেননি। এখানেও একজন বিবেকবান ব্যক্তির জন্য গবেষণার যথেষ্ট খোরাক রয়েছে।

---

২০. ছহীহ বুখারী, হা/৬০০৫; মূল মিশকাত পৃঃ ২২।

عن أبي هريرة عن النبي ﷺ الساعي على الأرملة والمساكين كالمجاهد في سبيل الله وكالذي يصوم النهار ويقوم الليل.

আবু হুরায়রা (রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, বিধবা ও নিঃস্বদের প্রতিপালনে যত্নবান ব্যক্তি আল্লাহ্র পথে জিহাদে লিপ্ত ব্যক্তির সমতুল্য। যে দিনে ছিয়াম পালন করে এবং রাত্রি বেলায় নফল ছালাতে লিপ্ত থাকে।[২১] তাদের লালন-পালনের বদৌলতে দিনে ছিয়াম আর রাতে ছালাত আদায়ের অধিকারী হওয়া যায়। একজন মুসলিম ব্যক্তির জন্য এর চেয়ে বড় পাওয়া আর কী হ'তে পারে?

عَنْ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ حَدَّثَتْهُ قَالَتْ جَاءَتْنِى امْرَأَةٌ مَعَهَا ابْنَتَان تَسْأَلُنِى فَلَمْ تَجِدْ عِنْدِى غَيْرَ تَمْرَة وَاحِدَة فَأَعْطَيْتُهَا فَقَسَمَتْهَا بَيْنَ ابْنَتَيْهَا ثُمَّ قَامَتْ فَخَرَجَتْ فَدَخَلَ النَّبِيُّ ﷺ فَحَدَّثْتُهُ فَقَالَ مَنْ يَلِى مِنْ هَذِهِ الْبَنَاتِ شَيْئًا فَأَحْسَنَ إِلَيْهِنَّ كُنَّ لَهُ سِتْرًا مِنَ النَّارِ.

আয়েশা (রাযিয়াল্লা-হু 'আনহা) হ'তে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা একজন স্ত্রীলোক দু'টি মেয়ে (ইয়াতীমা) সাথে নিয়ে আমার কাছে এসে কিছু চাইল। আমার কাছে একটি খেজুর ব্যতীত আর কিছুই সে পেল না। আমি তাকে ওটা দিলাম। স্ত্রীলোকটি তার দু'মেয়েকে খেজুরটি ভাগ করে দিল। তারপর সে বের হয়ে চলে গেল। এ সময় নবী করীম (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) এলেন। আমি তাঁকে ব্যাপারটি জানালাম। তখন তিনি বললেন, যাকে এসব কন্যা সন্তান দিয়ে কোন পরীক্ষা করা হয়, অতঃপর সে তাদের সাথে ভাল ব্যবহার করে, এ কন্যারা তার জন্য জাহান্নামের আগুন থেকে প্রতিবন্ধক হবে।[২২]

عَنْ أَنَسٍ رضى الله عنه قَالَ قَدِمَ رَسُولُ اللهِ ﷺ الْمَدِينَةَ لَيْسَ لَهُ خَادِمٌ فَأَخَذَ أَبُو طَلْحَةَ بِيَدِى فَانْطَلَقَ بِى إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ أَنَسًا غُلاَمٌ كَيِّسٌ فَلْيَخْدُمْكَ قَالَ فَخَدَمْتُهُ فِى السَّفَرِ وَالْحَضَرِ مَا قَالَ لِى لِشَىْءٍ صَنَعْتُهُ لِمَ صَنَعْتَ هَذَا هَكَذَا وَلاَ لِشَىْءٍ لَمْ أَصْنَعْهُ لِمَ لَمْ تَصْنَعْ هَذَا هَكَذَا.

আনাস (রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু) হ'তে বার্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) যখন (হিজরত করে) মদীনায় এলেন, তখন তাঁর কোন খাদেম ছিল না। আবু ত্বালহা (রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু) আমার হাত ধরে রাসূল (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম)-এর নিকট আমাকে নিয়ে গেলেন এবং বললেন, 'হে আল্লাহ্র রাসূল (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম)! আনাস একজন বুদ্ধিমান ছেলে। সে আপনার খেদমত

২১. ছহীহ আল-আদাবুল মুফরাদ, সনদ ছহীহ, হা/১৩১।
২২. ছহীহ বুখারী, হা/৫৯৯৫।

করবে'। অতঃপর সফরে ও আবাসে আমি তাঁর খেদমত করেছি। আমার কোন কাজ সম্পর্কে তিনি কখনো বলেননি, তুমি এরূপ কেন করলে? কোন কাজ না করলে তিনি বলেননি, তুমি এটি এ রকম কেন করলে না।[২৩]

أسماء بن عبيد قال قلت لابن سيرين عندي يتيم قال اصنع به ما تصنع بولدك اضربه ما تضرب ولدك.

আসমা ইবনে উবায়দ বলেন, আমি ইবনে সীরীনকে বললাম, আমার কাছে একটি ইয়াতীম আছে। তিনি বললেন, তুমি তার সাথে সে ব্যবহারই করবে, যেমনটি তুমি তোমার পুত্রের সাথে করে থাক। তুমি তাকে প্রহার করবে, যেরূপ প্রহার তুমি তোমার পুত্রকে করে থাক।[২৪] অন্য বর্ণনায় রয়েছে, ইয়াতীমের জন্য সদয় হও পিতৃসদৃশ।[২৫]

عن أبي بكر بن حفص أن عبد الله كان لا يأكل طعاما إلا وعلى خوانه يتيم.

আবু বকর ইবনে হাফস বলেন, আব্দুল্লাহ রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু একটি ইয়াতীমকে সাথে নেয়া ব্যতীত কখনো খাবার খেতেন না।[২৬] ইয়াতীমদের প্রতি সদাচরণ করার উত্তম দৃষ্টান্ত আর কী হ'তে পারে!

উপরের আলোচনা থেকে দিবালোকের ন্যায় প্রতিভাত হয়েছে যে, পিতৃহীন তথা ইয়াতীমদের সাথে কোন অবস্থাতেই খারাপ আচরণ করা যাবে না। সর্বদা তাদের সাথে উত্তম আচরণ করতে হবে। অন্যথায় বিচার দিবসে অনিষ্টের বিষাক্ত ছোবল হ'তে নিষ্কৃতি পাওয়া বড়ই দুষ্কর হয়ে পড়বে। আনাস রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু একজন ইয়াতীম বালক, তার সাথে রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম কিরূপ ব্যবহার দেখিয়েছেন মানুষের জন্য তা অনুসরণীয়। কোন কাজের জন্য তাকে ধমক পর্যন্ত দেননি। বরং তার সাথে সর্বোত্তম আচরণ করে তাকে চির কৃতজ্ঞতার পাশে আবদ্ধ করেছেন। তবে শিষ্টাচার শিক্ষা দেয়ার মানসে ইয়াতীম শিশুকে ন্যায় সঙ্গতভাবে শাসন করাতে কোন দোষ নেই।

عن شميسة العتكية قالت ذُكر أدب اليتيم عند عائشة رضي الله عنها فقالت إني لأضرب اليتيم حتى ينبسط.

শুমায়সা আতাকিয়া বলেন, একদা আয়েশা (রাঃ)-এর নিকট ইয়াতীমের শাসন প্রসঙ্গ উত্থাপিত হল। তখন তিনি বললেন, ইয়াতীমকে আমি অবশ্যই (শাসনচ্ছলে) প্রহার করি।[২৭]

২৩. ছহীহ বুখারী, হা/২৭৬৮।
২৪. ছহীহ আল-আদাবুল মুফরাদ, হাদীছ ছহীহ, হা/১৪০।
২৫. ছহীহ আল-আদাবুল মুফরাদ, সনদ ছহীহ, হা/১৩৮।
২৬. ছহীহ আল-আদাবুল মুফরাদ, সনদ ছহীহ, হা/১৩৬।
২৭. ছহীহ আল-আদাবুল মুফরাদ, সনদ ছহীহ, হা/১৪২।

তৃতীয়তঃ অন্নহীনে অন্নদান :

আল্লাহ তা‘আলা বলেন, وَلَا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ ‘তারা অভাবগ্রস্তকে অন্নদানে উৎসাহিত করে না’ *(মাঊন ১০৭/৩; হাক্কহ ৬৯/৩৪)*। এ ছাড়াও আল্লাহ অন্যত্র বলেন, وَلَا تَحَاضُّونَ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ ‘এবং তোমরা অভাবগ্রস্ত দেরকে খাদ্য দানে পরস্পরকে উৎসাহিত কর না’ *(ফজর ৮৯/১৮)*। আয়াতগুলিতে একথা স্পষ্ট যে, যারা পরকালে বিশ্বাস স্থাপন করে না, তারা গরীব-মিসকীন তথা অভাবীদেরকে নিজে খাদ্য দান করে না কিংবা খাদ্য দানে অন্যকেও উৎসাহ প্রদান করে না। মূলতঃ এটা পরকালে অবিশ্বাসীদের আচরণ। বিধায় শেষ দিবসে মুক্তি পেতে হ’লে অভাবগ্রস্তদের অন্নদানে উৎসাহী হ’তে হবে। আর যারা মিসকীনদেরকে খাদ্য দানে উৎসাহিত করে না, অসহায় সর্বহারা দুস্থের পুনর্বাসনে অনুপ্রেরণা যোগায় না, যারা তাদের প্রতি দৃষ্টি রাখা ও তাদের অভাব পূরণের জন্যে উপদেশ ও পরামর্শ প্রদান করে না, তারা যদি প্রকৃতপক্ষে দ্বীনের প্রতি বিশ্বাসী হ’ত, যদি তাদের অন্তরে দৃঢ়ভাবে ঈমান থাকত, তবে কখনও তারা মিসকীন ও সর্বহারাদেরকে খাদ্য দানে নিরুৎসাহিত করার মত উদ্ধত আচরণ প্রদর্শন করতে পারতনা। তারা মিসকীনদের বঞ্চিত করার নির্মম প্রেরণা যোগাত না।[২৮]

যে ব্যক্তি কাঙ্গালজনে খাদ্য দানের জন্য লোকদেরকে উৎসাহিত করে না। এর অন্তর্নিহিত অর্থ হচ্ছে, কাঙ্গালকে যে খাবার পরিবেশন করা হয় তা মূলতঃ দাতার নিজের খাবার নয়। আসলে সেটা কাঙ্গালেরই প্রাপ্য অধিকার, যা তার কাছে গচ্ছিত ছিল। দাতা কাঙ্গালের ন্যায্য পাওনা ফিরিয়ে দিচ্ছে মাত্র। কেননা আল্লাহ তার সম্পদে ঐ দরিদ্রের পূর্ণ অধিকার রেখে দিয়েছেন। আল্লাহ তার নিকটে আমানত হিসাবে তা রেখে দিয়েছিলেন যেন সময় মত তার নিকট পৌঁছে যায়। এর প্রমাণে সূরা মা‘আরিজে আল্লাহ বলেন,

وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ-

‘আর যাদের সম্পদে নির্ধারিত হক্ব রয়েছে, যাঞ্চাকারী ও বঞ্চিতের’ *(মা‘আরিজ ৭০/২৪-২৫)*। আল্লাহ অন্যত্র বলেন, وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ- ‘এবং তাদের সম্পদে রয়েছে অভাবগ্রস্ত ও বঞ্চিতের অধিকার’ *(যারিয়াত ৫১/১৯)*। কাঙ্গালকে ন্যায্য অধিকার থেকে বঞ্চিত করা পরকালকে অস্বীকার করারই নামান্তর। অত্র সূরার এ আয়াতে বলা হয়েছে, যে ব্যক্তি কর্মফল

২৮. ফী যিলালিল কুরআন, ৬/৩৯৮৫।

দিবসকে অবিশ্বাস করে তার চরিত্রে অসংখ্য অনৈতিকতা ও চারিত্রিক বিপর্যয় সৃষ্টি হয়। তন্মধ্যে দু'টোর উল্লেখ এখানে করা হয়েছে। কর্মফলে বিশ্বাসী ব্যক্তির দ্বারা কখনও পিতৃহীনের ন্যায্য হক্ব বিনষ্ট হ'তে পারে না। বরং সে কাঙ্গালজনে খেতে দেয় এবং অন্যকে খাবার পরিবেশন করার জন্য উৎসাহ প্রদান করে।[২৯]

রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'যে ব্যক্তি কোন মুমিনের দুনিয়ার কষ্ট সমূহ হ'তে কোন (সামান্য) একটি কষ্টও দূর করে দিবে, আল্লাহ তা'আলা তার ক্বিয়ামতের দিনের কষ্ট সমূহের মধ্য হ'তে একটি (ভীষণ) কষ্ট দূর করে দিবেন। যে ব্যক্তি কোন অভাবগ্রস্ত লোকের অভাব (সাহায্যের দ্বারা) সহজ করে দিবেন আল্লাহ তা'আলা দুনিয়া ও আখেরাতে তার অভাব সহজ (দূর) করে দিবেন'।[৩০]

মাওলানা আকরম খাঁ এ প্রসঙ্গে বলেন, 'তোমার দেশে তোমারই প্রতিবেশী কত দীন, দুঃখী, কাঙ্গাল যে অভাবের ভীষণ নিষ্পেষণে জর্জরিত হয়ে নিজের অস্থিচর্মসার পুত্র-কন্যাগণকে নিয়ে হাহুতাশ করছে; ক্ষুধায়-তৃষ্ণায় অস্থির অনাথ বিধবা শত গ্রন্থিযুক্ত বস্ত্রে লজ্জা নিবারণ করতে অসমর্থ হয়ে নিজের ভগ্নপূর্ণ কুটিরে অন্ধকারের কোনে বসে চোখের জলে বুক ভাসাচ্ছে, এমনকি গলায় দড়ি দিয়ে দরিদ্র ও অপমানের জ্বালা মিটাবার চেষ্টা করছে; তুমি সে দিকে ভ্রুক্ষেপ না করে, তৎপ্রতিকারে যত্নবান না হয়ে, নিজের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য ও ভোগ-বিলাসে মত্ত হয়ে থাকছ। আর লোক দেখানো ছালাত পড়ে ও তাসবীহ টিপে মনে করছ যে, স্বর্গের কায়েমী মৌরূছী পাট্টা রেজিস্ট্রি করে নিলাম। কুরআন বলছে যে, যারা দেশের অনাথ ও কাঙ্গালদিগের দুঃখ-দৈন্য দূর করার চেষ্টা না করে, অন্য লোকদিগকে এর জন্য উদ্বুদ্ধ ও উৎসাহিত করে না সে কপট, সে পরকালে ও কর্মফলে অবিশ্বাসী বে-দ্বীন। ছালাত পড়লে কি হবে, ছালাতের প্রকৃত তাৎপর্য তারা অবগত নয়। রহমানুর রহীমের প্রেমময় স্বরূপের এক বিন্দু অনুভূতিও তাদের প্রাণে জেগে উঠেনি। তাদের ছালাত ও অন্যান্য সৎকর্ম লোক দেখানো প্রবঞ্চনা এবং মনের কপটতা ঢাকবার একটি আবরণ মাত্র'।[৩১] অভাবী ব্যক্তিদেরকে সাহায্য করার ব্যাপারে নবী করীম ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম স্বীয় উম্মতকে বিভিন্নভাবে উৎসাহ প্রদান করেছেন।

---

২৯. আঃ নূর কুরআন মাজীদ, পৃঃ ৬৩।

৩০. ছহীহ বুখারী হা/২৪৪২; ছহীহ মুসলিম হা/৬৭৪৩; মিশকাত হা/৪৯৫৮।

৩১. মাওলানা আকরাম খাঁ, কারাগারে রচিত আমপারার তাফসীর পৃঃ ৩২-৩৩; আবঃ নূর কুরআন মাজীদ পৃঃ ৬৫-৬৬ (সাধু হ'তে চলিত ভাষায় রূপান্তিরিত)।

عَنِ بْنَ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ لاَ يَظْلِمُهُ وَلاَ يُسْلِمُهُ، وَمَنْ كَانَ فِى حَاجَةِ أَخِيهِ كَانَ اللهُ فِى حَاجَتِهِ، وَمَنْ فَرَّجَ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبَةً فَرَّجَ اللهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرُبَاتِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু) বলেন, নবী করীম (ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, 'এক মুসলমান অপর মুসলমানের ভাই, সে তার উপর যুলুম করবে না এবং তাকে ধ্বংসের দিকে ঠেলে দিবে না। যে ব্যক্তি তার ভাইয়ের অভাবে সাহায্য করবে, আল্লাহ তা'আলা তার অভাবে সাহায্য করবেন। যে ব্যক্তি কোন মুসলমানের দুঃখ-কষ্ট দূর করবে, আল্লাহ তা'আলা ক্বিয়ামতের দিন তার বিপদ সমূহের কোন একটি বড় বিপদ দূর করে দিবেন। আর যে ব্যক্তি কোন মুসলমানের দোষ-ত্রুটি ঢেকে রাখবে আল্লাহ তা'আলা ক্বিয়ামতের দিন তার দোষ-ত্রুটি ঢেকে রাখবেন।[৩২] অন্যের দুঃখ-কষ্ট দূর করলে স্বয়ং প্রভু তার বিপদে দুঃখ-কষ্ট দূর করে দিবেন। একজন মানুষের জন্য এর চেয়ে বড় পাওয়া আর কী হ'তে পারে?

عن ابن عباس قال سمعت رسول الله ﷺ يقول ليس المؤمن بالذي يشبع وجاره جائع إلى جنبه.

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু) বলেন, আমি নবী করীম (ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম)-কে বলতে শুনেছি , 'ঐ ব্যক্তি (প্রকৃত) ঈমানদার নয়, যে উদর পূর্তি করে খায় আর তার প্রতিবেশী অভুক্ত থাকে'।[৩৩] দরিদ্রকে খানা খাওয়ালে হৃদয় কোমল হয়। মনের মধ্য হতে অহংকার দূর হয়ে যায়। মুসলিম ব্যক্তির দাওয়াতে দরিদ্র ব্যক্তিকেও শামিল করতে হবে।

নবী করীম (ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম) বলেন, সর্বাপেক্ষা মন্দ খানা হচ্ছে ওয়ালীমার সেই খানা, যেখানে ধনীদের দাওয়াত করা হয় আর গরীবদের পরিত্যাগ করা হয়।[৩৪] নবী করীম (ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম) মানব জাতিকে কয়েকটি উপদেশ দিয়ে বলেন, এসো তোমরা সকলে নিরাপদে জান্নাতে প্রবেশ করবে (অর্থাৎ উপদেশগুলি মান্য করলে নিরাপদে জান্নাতে প্রবেশ করবে)। যে বিষয়ে উপদেশ দিয়েছিলেন তন্মধ্যে একটি হ'ল খাদ্য দান করা।[৩৫]

---

৩২. ছহীহ বুখারী হা/২৪৪২; ছহীহ মুসলিম হা/৬৭৪৩; মিশকাত হা/৪৯৫৮।
৩৩. বায়হাক্বী, সনদ হাসান, মূল মিশকাত পৃঃ ৪২৪; আলবানী-মিশকাত হা/৪৯৯১।
৩৪. বুখারী, মুসলিম, মূল মিশকাত পৃঃ ৪৭৮।
৩৫. তিরমিযী (তিনি হাদীছটিকে ছহীহ বলেছেন)। গৃহীত : হাফিয ইবনে হাজার আসক্বালানী (রহঃ), বুলূগুল মারাম মিন আদিল্লাতিল আহকাম (দেওবন্দ : ইসলামী কুতুবখানা তা. বি.), পৃঃ ১১৪।

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو رضى الله عنهما أَنَّ رَجُلاً سَأَلَ النَّبِىَّ ﷺ أَىُّ الإِسْلاَمِ خَيْرٌ قَالَ تُطْعِمُ الطَّعَامَ، وَتَقْرَأُ السَّلاَمَ عَلَى مَنْ عَرَفْتَ وَمَنْ لَمْ تَعْرِفْ.

আব্দুল্লাহ ইবনু আমর (রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু) বলেন, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম)কে জিজ্ঞেস করলেন, ইসলামে কোন্ কাজটি সর্বোত্তম? রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) বললেন, অভুক্তকে খানা খাওয়ানো এবং পরিচিত অপরিচিত সকলকে সালাম প্রদান করা'।[৩৬] অত্র হাদীছে ক্ষুধায় কাতর ব্যক্তিকে খাবার খাওয়ানো ইসলামের দৃষ্টিতে সর্বোত্তম ভাল কাজ বলে বিঘোষিত হয়েছে।

عَنْ أَبِى ذَرٍّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَا أَبَا ذَرٍّ إِذَا طَبَخْتَ مَرَقَةً فَأَكْثِرْ مَاءَهَا وَتَعَاهَدْ جِيرَانَكَ.

আবু যার (রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু) বলেন, নবী করীম (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, হে আবু যার! যখন কোন ঝোল তরকারী রান্না করবে, তখন তাতে পানির পরিমাণ বেশী করে দিয়ে প্রতিবেশীর খবরদারি করবে (অর্থাৎ প্রতিবেশীকে দিয়ে খাওয়ার ব্যাপারে সদা-সর্বদা সচেতন থাকবে)।[৩৭] সকল মুসলিমকে স্বীয় প্রতিবেশীর দিকে সহযোগিতার হাত সম্প্রসারিত করতে হবে। অত্র হাদীছই এর বড় প্রমাণ। প্রতিবেশীকে খাবার বা তরকারী দেয়ার সামর্থ না থাকলে ঝোল বেশী করে তা হ'তে হাদীয়া দিয়ে হলেও প্রতিবেশীর হক্ব আদায় করতে হবে।

মহান আল্লাহ সৎকর্মশীল বান্দার পরিচয় দিতে গিয়ে বলেন,

وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللهِ لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا.

'আর যারা আল্লাহ্র ভালবাসায় মিসকীন, ইয়াতীম ও কয়েদীকে খাবার খাওয়ায়। (তারা বলে) নিশ্চয়ই আমরা তোমাদেরকে আল্লাহ্র সন্তুষ্টির আশায় খাদ্য দান করি, আমরা তোমাদের থেকে বিনিময় ও শুকরিয়া চাই না' *(দাহার ৭৬/৮-৯)*। অভাবীদেরকে খাদ্য দিতে হতে স্রেফ আল্লাহ্র সন্তুষ্টির জন্য। তাদের কাছে কোন বিনিময় বা তাদের সমর্থন আদায় বা অন্য কোন নিয়ত থাকবে না। মহান আল্লাহ অন্যত্র বলেন,

وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ.

---

৩৬. ছহীহ বুখারী হা/১২; ছহীহ মুসলিম হা/১৬৯; মিশকাত হা/৪৬২৯।
৩৭. ছহীহ মুসলিম হা/৬৮৫৫; মিশকাত হা/১৯৩৭।

‘তারাই ভালবাসা অর্জনের জন্য আত্মীয় স্বজন, ইয়াতীমগণ, দরিদ্রগণ, পথিকগণ, ভিক্ষুকদেরকে এবং দাসত্ব মোচনের জন্য ধন-সম্পদ ব্যয় করে’ *(বাক্বারাহ ২/১৭৭)*।

ক্ষুধার্ত ব্যক্তিকে অন্নদানের গুরুত্ব ইসলামে অপরিসীম। এ বিষয়ে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছে অনেক গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। যা থেকে উদাহরণ স্বরূপ দু’চারটি পেশ করা হয়েছে। নবী করীম ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম মিসকীন ও অন্নহীন ব্যক্তিকে অন্নদানের বিভিন্ন পদ্ধতিও বাতলে দিয়েছেন। দারিদ্র বিমোচনের কর্মসূচী ইসলাম যে পরিপূর্ণভাবে গ্রহণ করেছে, পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের উপরোক্ত বাণীগুলি তারই স্পষ্ট প্রমাণ। এ ছাড়া তো যাকাত, ফিতরা ও ছাদাক্বা-এর মাধ্যমে দারিদ্র বিমোচন করতে হবে। এর খোলাখুলি বিধানও ইসলামে বর্ণনা করা হয়েছে। এসব সার্বিক বিষয়কে কেন্দ্র করেই ‘ইসলাম পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থা’। মিসকীনের প্রয়োজন পূরণ করা ইসলামের দৃষ্টিতে মহা পুণ্যের কাজ। এ মর্মে হাদীছে বর্ণিত হয়েছে-

قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ السَّاعِى عَلَى الأَرْمَلَةِ وَالْمِسْكِينِ كَالْمُجَاهِدِ فِى سَبِيلِ اللهِ أَوْ كَالَّذِى يَصُومُ النَّهَارَ وَيَقُومُ اللَّيْلَ.

রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, ‘যে ব্যক্তি বিধবা ও মিসকীনদের ভরণ-পোষণের ব্যাপারে চেষ্টা করে, সে আল্লাহ্র রাস্তায় জিহাদকারীর মত। অথবা সে ঐ ব্যক্তির মত, যে দিনে ছিয়াম পালন করে ও রাতে (ইবাদতে) দণ্ডায়মান থাকে’।[৩৮] অন্য বর্ণনায় আছে, ‘সে রাতভর দাঁড়ানো ব্যক্তির মত যে (ইবাদতে) ক্লান্ত হয় না এবং এমন ছিয়াম পালনকারীর মত, যে ছিয়াম ভঙ্গ করে না’।[৩৯] মিসকীনকে খাবার খাওয়ানো বা তার অভাব মোচনের চেষ্টা করার মধ্যে অনেক ফযিলত আছে। এরূপ কাজ করলে সারা রাত জেগে জেগে ইবাদত অথবা অনবরত ছিয়াম পালনের ছওয়াব পাওয়া যায়। অভাবী মানুষের অভাব মোচনে অবদান রাখতে না পারলেও তাকে কোন প্রকার জ্বালাতন করা যাবে না। বরং তার সাথে সুন্দর ভাষায় কথা বলে বিদায় দিতে হবে।

৩৮. ছহীহ বুখারী হা/৬০০৬।
৩৯. ছহীহ বুখারী হা/৬০০৭।

عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَلاَ يُؤْذِ جَارَهُ وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ.

আবু হুরায়রা (রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু) হ'তে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, 'যে আল্লাহ ও পরকালের প্রতি বিশ্বাস রাখে, সে যেন স্বীয় মেহমানকে সম্মান করে। যে আল্লাহ ও শেষ দিবসের প্রতি বিশ্বাস রাখে, সে যেন তার প্রতিবেশীকে কষ্ট না দেয়। যে লোক আল্লাহ ও শেষ দিবসের প্রতি বিশ্বাস রাখে, সে যেন ভাল কথা বলে, অথবা চুপ থাকে'।[৪০] এখানে প্রমাণ হয় ভিক্ষুককে যদি কোন কিছু দেয়ার না থাকে তাহলে তাকে ধমক নয় প্রয়োজনে ভাল কথা দিয়ে বিদায় দিতে হবে। কেননা মহানবী (ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, 'তোমরা জাহান্নামের আগুন হ'তে বাঁচ এক টুকরা খেজুর দিয়ে হ'লেও। আর যদি তা না পাও, তবে সুমিষ্ট ভাষার বিনিময়ে'।[৪১]

অন্নহীনে অন্নদান করে সমাজ হ'তে দরিদ্রতা বিদূরিত করার উপর রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম) বার বার তাকীদ দিয়েছেন। সঙ্গত কারণেই কেউ যদি অন্নহীনে অন্নদান না করে, তবে বিচারের মাঠে তার জন্য উত্তর দেওয়া কঠিন হয়ে যাবে। তারা অবিশ্বাসীদের কাতারে শামিল হবে। তাই সকলেরই উচিৎ এ বিষয়ে সতর্ক দৃষ্টি রাখা। পাশাপাশি পরকালে অবিশ্বাসী হওয়ার জন্য এটিও একটি কারণ হয়ে দাঁড়াবে।

চতুর্থতঃ ছালাতে মনোযোগী হওয়া :

মহান আল্লাহ বলেন, فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ 'সুতরাং মহাদুঃখ বা দুর্দশা সে সকল ছালাত আদায়কারীর জন্যে, যারা তাদের ছালাতের ব্যাপারে অমনোযোগী বা উদাসীন' *(মাঊন ১০৭/৪-৫)*। আলোচ্য আয়াতে ছালাতের প্রতি অনীহা, অমনোযোগিতা ও আলস্য প্রদর্শনকারীদেরকে অভিশাপ প্রদান ও সতর্ক করা হয়েছে। এক্ষণে প্রশ্ন হচ্ছে, ছালাতে অনীহা, অমনোযোগিতা ও অলসতা প্রদর্শনকারী কারা? এর উত্তর প্রদান করে আল্লাহ পাক বলেছেন, তাদের পরিচয় হচ্ছে 'মুছাল্লীন'। তারা সে সকল লোক যারা ছালাত পড়ে, অথচ ছালাত কায়েম করে না। যারা শুধু ছালাতের আনুষ্ঠানিকতা আদায় করে। রুকূ, সিজদা সম্পাদন করে এবং

---

৪০. ছহীহ বুখারী হা/৬০১৮।
৪১. ছহীহ বুখারী হা/৬০২৩।

সূরা, দো'আ ও তাসবীহ পাঠ করে বটে; কিন্তু তাদের রূহ ছালাতের প্রাণশক্তি থেকে বঞ্চিত, তাদের আত্মা ছালাতের জীবনীশক্তি দ্বারা সঞ্জীবিত নয়। তাদের জীবন ধারা ছালাতের চরিত্র, শিক্ষা ও বৈশিষ্ট্য মণ্ডিত নয়। তাদের ক্বিরাআত, দো'আ ও তাসবীহতে উচ্চারিত বাক্যসমূহের সাথে তাদের বাস্তব জীবনের কোন মিল পরিলক্ষিত হয় না। তারা বাহ্যত লোক দেখানো ছালাত আদায় করে। ছালাতের প্রতি গভীর দৃষ্টিভঙ্গি, নিষ্ঠা ও আন্তরিকতা নেই। এভাবে তারা তাদের ছালাত অমনোযোগীতা, অনীহা, অলসতা ও প্রদর্শনীমূলক মনোযোগ নিয়ে আদায় করে। ছালাতের শিক্ষা ও তাৎপর্যকে জীবনে বাস্তবায়িত করে ছালাত কায়েম করে না। মূলতঃ পুরো জীবনে ইখলাছ ও একাগ্রচিত্ততার মাধ্যমে আল্লাহ্র রেযামন্দী হাছিলের লক্ষ্যে আল্লাহ্র রুবূবিয়্যাত ও সার্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে ছালাত কায়েম করতে হবে।[৪২]

তারা শুধু প্রাণহীন কতিপয় অনুষ্ঠানই পালন করে। আল্লাহ্র রেযামন্দীর উদ্দেশ্যে ছালাত আদায় করে না; বরং আত্মিক শক্তি ও জ্যোতিহীন কিছু আচার-অনুষ্ঠান ও দৈহিক নড়াচড়া, উঠাবসা ও শরীর চর্চায় লিপ্ত থাকে। তারা লোক দেখাবার মত কিছু নিয়ম-পদ্ধতির অনুসরণ করে মাত্র। তাদের ছালাত তাদের অন্তরে, কর্মে ও চরিত্রে কোন প্রভাব বিস্তার করে না। তাদের সকল আনুষ্ঠানিকতা, কালো ধোঁয়ার মত মহাশূন্যে মিশে যায়। বরং প্রাণশক্তিহীন আনুষ্ঠানিকতার কারণে তাদেরকে কঠোর শাস্তি ও অশুভ পরিণামের প্রতীক্ষায় থাকতে হয়।[৪৩]

এখানে মুনাফিকদেরকেও কর্মফল অস্বীকারকারী বলা হচ্ছে। বাহ্যতঃ মুনাফিকরা মুসলমানদের অন্তর্ভুক্ত। কিন্তু তারা কর্মফল দিবসকে অস্বীকার করে। সেকারণ তারা নিজেদেরকে ধ্বংসের দিকে ঠেলে দেয়। এখানে মুনাফিকদের ছালাত আদায় করার চিত্র তুলে ধরা হয়েছে। তারা তাদের ছালাতকে অবজ্ঞা প্রদর্শন করে। এর অর্থ হচ্ছে, ছালাত আদায় করা হ'ল কি হ'ল না তাদের দৃষ্টিতে এতে কোন পার্থক্য নেই। তারা কখনও ছালাত আদায় করে, আবার কখনও করে না।[৪৪]

আবার কখনও তারা ছালাতের নির্ধারিত সময়সীমা অতিক্রমের পর তাড়াহুড়া করে ছালাত আদায় করে দায় সারে মাত্র। তারা অপেক্ষা করতে করতে সূর্য অস্তিমিত হবার প্রক্কালে দাঁড়িয়ে তড়িঘড়ি করে মোরগের ন্যায় চার ঠোকর মেরে দায়িত্ব শেষ করে। এজন্য আল্লাহ্র নবী তাদের প্রতি ইঙ্গিত করে

৪২. ফী যিলালিল কুরআন, ৬/৩৯৮৫।
৪৩. তদেব ৬/৩৯৮৬।
৪৪. আঃ নূর কুরআন মাজীদ পৃঃ ৬৪।

বলেন, تلك صلاة المنافق تلك صلاة المنافق تلـــك صـــلاة المنـــافق 'ইহাই মুনাফিকের ছালাত, ইহাই মুনাফিকের ছালাত, ইহাই মুনাফিকের ছালাত। তারা ছালাতে আল্লাহকে কমই স্মরণ করে থাকে।[৪৫]

আতা ইবনে দীনার রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন, আল্লাহ্র শুকরিয়া যে, তিনি عن صـــلاتهم বলেছন, في صـــلاتهم বলেননি। অর্থাৎ আল্লাহপাক বলেছেন যে, তারা ছালাতের ব্যাপারে উদাসীন থাকে, ছালাতের মধ্যে গাফিল বা উদাসীন থাকে এরূপ কথা বলেননি। আবার এ শব্দে এ অর্থেও রয়েছে, যারা সব সময় শেষ সময়ে ছালাত আদায় করে অথবা আরকান-আহকামের ব্যাপারে উদাসীনতার পরিচয় দেয়। এসব কিছু যার মধ্যে রয়েছে সে নিঃসন্দেহে দুর্ভাগা। যার মধ্যে এসব অন্যায় যত বেশী রয়েছে, সে তত বেশী সর্বনাশের মধ্যে পতিত হয়েছে। তার আমল তত বেশী ত্রুটিপূর্ণ এবং ক্ষতিকারক।[৪৬]

আসল ছালাতের প্রতি ভ্রুক্ষেপ না করা মুনাফিকদের অভ্যাস এবং عـــن صـــلاتهم শব্দের আসল অর্থ তাই। ছালাতের মধ্যে কিছু ভুল-ভ্রান্তি হয়ে যাওয়া, যা থেকে কোন মুসলমান, এমনকি রাসূলে করীম ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম ও মুক্ত ছিলেন না, তা এখানে বুঝানো হয়নি। কেননা এ জন্যে জাহান্নামের শাস্তি হ'তে পারে না। এটা উদ্দেশ্য হ'লে عن صـــلاتهم এর পরিবর্তে في صـــلاتهم বলা হ'ত।[৪৭]

রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম কে এ আয়াতের তাৎপর্য জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেন, 'এখানে ঐ সব লোকের কথা বলা হয়েছে, যারা ছালাত আদায়ের ব্যাপারে নির্ধারিত সময় থেকে বিলম্ব করে'। এর একটি অর্থ এও রয়েছে যে, আদৌ ছালাত আদায় করে না। অন্য একটি অর্থ এই যে, শরী'আত অনুমোদিত সময় অতিক্রান্ত হওয়ার পর ছালাত আদায় করে। আবার এটাও হ'তে পারে যে, সময়ের প্রথম দিকে ছালাত আদায় করে না।[৪৮] মুনফিকদের ছালাত সম্পর্কে আল্লাহ বলেন,

৪৫. ছহীহ মুসলিম হা/১৪৪৩; মিশকাত হা/৫৯৩; হাফেয ইমাদুদ্দীন ইবনু কাছীর (রহঃ), তাফসীরুল কুরআনিল আযীম (দামেশক্ব : মাততাবা দারুল ফিহা, রিয়াদ : মাকতাবা দারুস সালাম, প্রকাশকাল : ১৪১৪ হিঃ, ১৯৯৪ ইং), ৪/৭১৯ পৃঃ ; আঃ নূর কুরআন মাজীদ পৃঃ ৬৪।
৪৬. তাফসীরে ইবনে কাছীর, ৪/৭১৯ পৃঃ।
৪৭. তাফসীরে মা'আরেফুল কুরআন, ৮/১০১৯ পৃঃ।
৪৮. তাফসীরে ইবনে কাছীর, ৪/৭১৯ পৃঃ।

وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَى يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللهَ إِلَّا قَلِيلًا.

‘তারা (মুনাফিকরা) যখন ছালাতে দাঁড়ায় তখন অলসতা ও উদাসীনতার সাথে দাঁড়ায়। তারা শুধু লোক দেখানোর জন্যই ছালাত আদায় করে থাকে এবং তারা আল্লাহ্কে খুব কমই স্মরণ করে থাকে’ *(নিসা ৪/১৪২)*। আল্লাহ তাআলা অন্যত্র বলেন, وَلَا يَأْتُونَ الصَّلَاةَ إِلَّا وَهُمْ كُسَالَى ‘আর তারা (মুনাফিকরা) অলস ও গাফিল অবস্থা ছাড়া ছালাত আদায় করতে আসে না’ *(তওবা ৯/৫৪)*। মুনাফিকের বিভিন্ন পরিচয়ের মধ্যে এটিও একটি আলামত যে, তারা ছালাতের ব্যাপারে গাফেল বা উদাসীন থাকবে। তারা কপট মুসলিম হওয়ার দরূণ স্রেফ লোক লজ্জায় ছালাত আদায় করবে। আয়াতগুলির উপর লক্ষ্য রেখে বলতে হয় জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচতে হ’লে ছালাতে মনোযোগী হ’তে হবে। ছালাতের হেফাযত করতে হবে। ছালাতের জন্য যখন মানুষকে ডাকা হয় তখন একশ্রেণীর লোক এটাকে হেয় প্রতিপন্ন করে। অলসতা মানুষের জন্য একটি নিন্দনীয় স্বভাব। অলসতা এতই নোংরা স্বভাব যে, স্বয়ং নবী করীম ছাল্লাল্লা-হু ‘আলাইহে ওয়াসাল্লাম অলসতা হ’তে আল্লাহ্র নিকট ক্ষমা চাইতেন। অলসতা মানুষকে সর্বপ্রকারের কাজ হ’তে দূরে ঠেলে দেয়। আর অলস ব্যক্তিরা কর্মক্ষমতা হারিয়ে ফেলে। আনাস ইবনে মালিক বলেন, নবী করীম ছাল্লাল্লা-হু ‘আলাইহে ওয়াসাল্লাম প্রায়ই এরূপ দো‘আ করতেন,

اللهُمَّ إِنِّى أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْهَمِّ وَالْحَزَنِ وَالْعَجْزِ وَالْكَسَلِ وَالْبُخْلِ وَالْجُبْنِ وَضَلَعِ الدَّيْنِ وَغَلَبَةِ الرِّجَالِ.

হে আল্লাহ! আমি আপনার নিকটে আশ্রয় প্রার্থনা করছি দুশ্চিন্তা ও দুঃখ-বেদনা হ’তে, অক্ষমতা ও অলসতা হ’তে, ভীরুতা ও কৃপণতা হ’তে এবং ঋণের বোঝা ও মানুষের যবরদস্তি হ’তে।[৪৯]

وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ اتَّخَذُوهَا هُزُوًا وَلَعِبًا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْقِلُونَ.

‘আর যখন তোমরা ছালাতের জন্য আহ্বান কর, তখন তারা এটাকে উপহাস ও খেলা মনে করে। কারণ তারা নির্বোধ’ *(মায়েদা ৫/৫৮)*। মহান আল্লাহ বলেন,

إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا

৪৯. মুত্তাফাক্ব ‘আলাইহ, ছহীহ বুখারী হা/২৮৯৩।

'নিশ্চয়ই ছালাত মুমিনদের উপর ফরয নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে' *(নিসা ৪/১০৩)*। আল্লাহ ছালাতকে বান্দার জন্য নির্দিষ্ট সময়ে আদায় করা ফরয করেছেন। মানুষ স্বীয় খেয়াল-খুশী মত তা আদায় করতে পারে না। প্রতি ওয়াক্তের ছালাত তার নির্ধারিত সময়েই আদায় করতে হবে। নতুবা মুনাফিকের আদায়কৃত ছালাতের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ হয়ে যাবে।

عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِى طَالِبٍ أَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ لَهُ يَا عَلِىُّ ثَلاَثٌ لاَ تُؤَخِّرْهَا الصَّلاَةُ إِذَا آنَتْ وَالْجَنَازَةُ إِذَا حَضَرَتْ وَالأَيِّمُ إِذَا وَجَدْتَ لَهَا كُفْؤًا.

আলী রাযিয়াল্লাহু 'আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম একদা আমাকে উপদেশ দিয়ে বলেন, 'হে আলী! তিনটি বিষয়ে বিলম্ব কর না। প্রথমটি হ'ল ছালাত, যখন তার ওয়াক্ত হয়ে যায়, দ্বিতীয় : জানাযা, যখন তা উপস্থিত হয়, তৃতীয় : বিধবাকে বিয়ে দেওয়া, যখন তার উপযুক্ত পাত্র পাবে'।[৫০]

أُمِّ فَرْوَةَ قَالَتْ سُئِلَ النَّبِىُّ ﷺ أَىُّ الأَعْمَالِ أَفْضَلُ قَالَ الصَّلاَةُ لأَوَّلِ وَقْتِهَا.

উম্মে ফারওয়া রাযিয়াল্লাহু 'আনহু বলেন, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম কে জিজ্ঞেস করা হ'ল কোন্ কাজ সর্বাধিক উত্তম? উত্তরে তিনি বললেন, আউয়াল ওয়াক্তে ছালাত আদায় করা'।[৫১] প্রথম ওয়াক্তে ছালাত আদায় করা আমল সমূহের মধ্যে সর্বাধিক উত্তম আমল হিসাবে পরিগণিত হবে।

عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولَ اللهِ ﷺ لَوْ يَعْلَمُ النَّاسُ مَا فِى النِّدَاءِ وَالصَّفِّ الأَوَّلِ، ثُمَّ لَمْ يَجِدُوا إِلاَّ أَنْ يَسْتَهِمُوا عَلَيْهِ لاَسْتَهَمُوا، وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِى التَّهْجِيرِ لاَسْتَبَقُوا إِلَيْهِ، وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِى الْعَتَمَةِ وَالصُّبْحِ لأَتَوْهُمَا وَلَوْ حَبْوًا.

আবু হুরায়রা রাযিয়াল্লাহু 'আনহু হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেন, 'যদি মানুষ জানত যে, আযান দেয়া এবং ছালাতে প্রথম সারিতে দাঁড়ানোর মধ্যে কী ছওয়াব রয়েছে, অতঃপর লটারি দেয়া ব্যতীত কোন উপায় না পেত তাহলে তার জন্য লটারিই করত, আর যদি তারা জানত ছালাতের জন্য সকাল সকাল যাওয়ার মধ্যে কী ছওয়াব রয়েছে, তাহ'লে তারা সেদিকে

৫০. তিরমিযী, সনদ হাসান, হা/১৭১; মূল মিশকাত পৃঃ ৬১; মিশকাত হা/৬০৫।
৫১. আহমাদ, তিরমিযী, আবুদাঊদ, সনদ ছহীহ, মূল মিশকাত পৃঃ ৬১; মিশকাত হা/৬০৭।

সকলের আগে পৌঁছার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা চালাত এবং যদি জানত এশা ও ফজরের মধ্যে কী রয়েছে, তাহ'লে তারা তার জন্য হামাগুড়ি দিয়ে হ'লেও ছালাতে উপস্থিত হত'।[৫২]

عَنْ أَبِى ذَرٍّ قَالَ قَالَ لِى رَسُولُ اللهِ كَيْفَ أَنْتَ إِذَا كَانَتْ عَلَيْكَ أُمَرَاءُ يُؤَخِّرُونَ الصَّلاَةَ عَنْ وَقْتِهَا أَوْ يُمِيتُونَ الصَّلاَةَ عَنْ وَقْتِهَا قَالَ قُلْتُ فَمَا تَأْمُرُنِى قَالَ صَلِّ الصَّلاَةَ لِوَقْتِهَا فَإِنْ أَدْرَكْتَهَا مَعَهُمْ فَصَلِّ فَإِنَّهَا لَكَ نَافِلَةٌ.

আবু যার (রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) আমাকে বলেন, হে আবু যার! কী অবস্থা হবে, যারা ছালাতের প্রতি অমনোযোগী হবে অথবা এর সময় হ'তে তাকে পিছিয়ে দিবে? আমি বললাম, এ অবস্থায় আপনি আমাকে কী পরামর্শ দিচ্ছেন? রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) বললেন, তুমি সঠিক সময়ে ছালাত আদায় করবে। অতঃপর যদি তাদের সাথে পাও তবে পুনরায় আদায় করবে। এটা তোমার নফল ছালাত হিসাবে গণ্য হবে।[৫৩]

বুঝা গেল যে, ছালাত 'আউয়াল ওয়াক্ত' তথা প্রথম সময়েই আদায় করতে হবে। ছালাতের সময় হয়ে গেলে কোন প্রকার বিলম্ব করা চলবে না। নির্ধারিত সময়ে ছালাত আদায় করার জন্য যত জোরাল ভাষায় তাকীদ করা হয়েছে ইসলামের অন্য কোন আমলের ক্ষেত্রে তা করা হয়নি। এতেই সময় মত ছালাত আদায়ের গুরুত্ব পরিস্কারভাবে ফুটে উঠে। সফলকাম ব্যক্তিদের ছালাত সম্পর্কে মহান আল্লাহ বলেন,

الَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ دَائِمُونَ

'যারা তাদের ছালাতে সার্বক্ষণিক কায়েম থাকে' *(মা'আরিজ ৭০/২৩)*। মুমিন ব্যক্তিদের বড়গুণ তারা নিয়মিত ছালাত আদায় করবে। নিয়মিত আমলই অধিকতর কল্যাণকর। কেননা 'যেকোন নেক আমল তা যত কমই হৌক, নিয়মিত করাই আল্লাহ্র নিকট অধিক পসন্দনীয়'।[৫৪] মুমিনদের অপর গুণ হ'ল ছালাতের হেফাযত করা তথা হক্ব অনুযায়ী ছালাত আদায় করা। আল্লাহ বলেন,

وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَوَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ

৫২. ছহীহ বুখারী হা/৬১৫; ছহীহ মুসলিম হা/১০০৯; মিশকাত হা/৬২৮; মূল মিশকাত পৃঃ ৬২।
৫৩. ছহীহ মুসলিম হা/১৪৯৭; মূল মিশকাত পৃঃ ৬১; মিশকাত হা/৬০০।
৫৪. মুত্তাফাক্ব 'আলাইহ, মিশকাত হা/১২৪২।

'যারা তাদের ছালাত সমূহের হেফাযত করে তথা খবর রাখে' *(মুমিনূন ২৩/৯)*। তাদের অপর গুণ হ'ল ধিরিস্থিরভাবে বিনয়ী হয়ে ছালাত আদায় করে। ছলাত আদায়ের ক্ষেত্রে তাড়াহুড়া করে না। এ মর্মে মহান আল্লাহ বলেন,

الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ

'যারা নিজেদের ছালাতে বিনয় ও নম্র' *(মুমিনূন ২৩/২)*। রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম 'মুখতাছার'[৫৫] রূপে ছালাত আদায় করতে নিষেধ করেছেন। আয়েশা রাযিয়াল্লা-হু 'আনহা বলেন, এটা ইহুদীদের কাজ, যা তারা তাদের উপাসনায় করে থাকে।[৫৬]

عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بَيْنَ الْعَبْدِ وَبَيْنَ الْكُفْرِ تَرْكُ الصَّلاَةِ.

জাবের রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'বান্দার ও কুফরীর মধ্যে পার্থক্য হ'ল ছালাত'।[৫৭] মুমিন ও কুফরীর মধ্যে সেতু বন্ধন হল ছালাত। যে ব্যক্তি তা আদায় করবে সে মুমিন হিসাবে পরিচিত হবে। পক্ষান্তরে যে তা পরিত্যাগ করবে, কাফেরদের মধ্যে গণ্য হবে।

عَبْدُ اللهِ بْنُ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ الْعَهْدُ الَّذِى بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمُ الصَّلاَةُ فَمَنْ تَرَكَهَا فَقَدْ كَفَرَ.

আব্দুল্লাহ ইবনু বুরায়দাহ তার পিত হ'তে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেন, আমাদের ও তাদের (মুনাফিকদের) মধ্যে যে অঙ্গীকার রয়েছে, তাহ'ল ছালাত। সুতরাং যে ছালাত ত্যাগ করবে (প্রকাশ্যে) সে কাফের হয়ে যাবে।[৫৮]

আবু হুরায়রা রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু বলেন, এক ব্যক্তি মসজিদে প্রবেশ করল এবং ছালাত আদায় করল, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম তখন মসজিদের এক কোণে বসেছিলেন। অতঃপর সে রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম এর নিকটে আসল এবং সালাম করল। রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম তার সালামের জবাব দিয়ে বললেন, ফিরে যাও, ছালাত আদায় কর, কেননা তুমি ছালাত আদায় করনি। সে পুনরায় ছালাত আদায় করল এবং ছালাত শেষে রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম -এর নিকটে এসে তাঁকে সালাম দিল। তিনি

৫৫. 'মুখতাছার' এর আভিধানিক অর্থ রয়েছে। যেমন কমরে হাত রাখা, ছালাতের ক্রিয়াকলাপগুলিকে লঘু করা, যা একাগ্রতা ও নিষ্ঠার প্রতিকূল। দ্রঃ মুহাম্মদ মুমতাযুদ্দীন, বঙ্গনুবাদ, বুলুগুল মারাম (মুর্শিদাবাদ : প্রকাশকাল মে ১৯৯৮ ইং), ১ম খণ্ড, পৃঃ ৮৪।
৫৬. মুসলিম, মিশকাত হা/৫৬৯।
৫৭. মুসলিম, বুলূগুল মারাম, পৃঃ ৫৮।
৫৮. আহমাদ, তিরমিযী, নাসাঈ, ইবনু মাজাহ, সনদ ছহীহ, মিশকাত হা/৫৭৪।

তাকে বললেন, ফিরে যাও, ছালাত আদায় কর, কেননা তুমি ছালাত আদায় করনি। অতঃপর তৃতীয় বার অথবা তার পরেরবার সে বলল, হে আল্লাহ্র রাসূল ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম! আমাকে শিখিয়ে দিন। তখন রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম বললেন, যখন তুমি ছালাতে দাঁড়াবার ইচ্ছা করবে পূর্ণরূপে ওযূ করবে। অতঃপর ক্বিবলার দিকে মুখ করে দাঁড়াবে এবং তাকবীর (তাহরীমা) বলবে। তৎপর কুরআনের যা তোমার পক্ষে সহজ হয় তা পড়বে। তারপর রুকূ করবে এবং সোজা হয়ে দাঁড়াবে। অতঃপর সিজদা করবে এবং সিজদায় স্থির হয়ে থাকবে। তারপর মাথা উত্তোলন করবে এবং সোজা হয়ে দাঁড়াবে। অতঃপর সিজদা করবে এবং সিজদায় স্থির থাকবে, তারপর মাথা উঠাবে ও স্থির হয়ে বসবে। তৎপর দ্বিতীয় সিজদা করবে এবং সিজদাতে স্থির থাকবে, তারপর সিজদা হ'তে মাথা তুলে স্থির হয়ে বসবে। এভাবে তোমার সমস্ত ছালাতে এরূপ করবে।[৫৯] অন্য হাদীছে আছে, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম যখন বেজোড় রাক'আতে থাকতেন (সিজদা হ'তে) উঠে সোজা দাঁড়াতেন না, যে পর্যন্ত না সোজা হয়ে বসতেন।[৬০]

হাদীছদ্বয় থেকে প্রতীয়মান হয় যে, যারা ছালাতে খুশূ-খুযূ করে না, খুব দ্রুতগতিতে উঠা-বসা করে অর্থাৎ রুকূ থেকে উঠে স্থিরভাবে না দাঁড়িয়ে সিজদায় চলে যায়, সিজদা থেকে উঠে স্থিরভাবে না বসে পুনরায় দ্বিতীয় সিজদায় চলে যায় এবং দ্বিতীয় সিজদা হ'তে উঠে স্থিরভাবে না বসে সরাসরি দাঁড়িয়ে যায়, তাদের ছালাতও ক্ষতি থেকে নিরাপদ নয়। উপরোক্ত হাদীছে বুঝা ঐ ব্যক্তি দু'দু রাক'আত করে ছালাত আদায় করলে তিনবারে ছয় রাক'আত ছালাত আদায় করেছে। আর চার চার রাক'আত করে ছালাত আদায় করলে তিনবারে বার রাক'আত ছালাত আদায় করেছে। অথচ নবী করীম ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম তার ছালাতকে নাকচ করে দিয়েছেন। তার আরকান-আহকাম পূর্ণরূপে আদায় না হওয়ার কারণে। ছালাত আদায় করার ক্ষেত্রে কারো নিজস্ব কোন পদ্ধতি গ্রহণযোগ্য নয়। বরং তা সরাসরি রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম -এর দেখানো পদ্ধতি অনুযায়ীই হ'তে হবে। ঠিক সে কথায় রাসূলুল্লাহ বলেছেন, صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِى أُصَلِّى 'তোমরা ঠিক সেভাবে ছালাত আদায় কর, যেভাবে আমাকে ছালাত আদায় করতে দেখছ'।[৬১]

---

৫৯. মুত্তাফাক্ব 'আলাইহ, ছহীহ বুখারী হা/৭৫৭; মিশকাত হা/৭৯০; মূল মিশকাত পৃঃ ৭৫।
৬০. বুখারী, মিশকাত হা/৭৯১; মূল মিশকাত পৃঃ ৭৫।
৬১. মুত্তাফাক্ব 'আলাইহ, ছহীহ বুখারী হা/৬৩১; মিশকাত হা/৬৮৩; মূল মিশকাত পৃঃ ৬৬।

আলোচনার প্রেক্ষিতে বলা যায়, ছালাত সম্পূর্ণ রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম -এর তরীক্বা অনুযায়ী হ'তে হবে। সেখানে অণু পরিমাণ কম-বেশী করার এখতিয়ার কারো নেই। অন্যথা সেই ছালাতই তার জন্য ধ্বংস বয়ে আনবে। আর রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এর তরীক্বানুযায়ী ছালাত সম্পন্ন হ'লে সে ছালাত অবশ্যই বান্দার মুক্তির কারণ হবে। উর্দু জাগরণের কবি আল্লামা ইক্ববাল যথার্থই বলেছেন,

'এহ এক সিজদা তু সিজে গিঁরা সামাঝতা হ্যায়
হাযারো সিজদা সে দেতা হ্যায় আদমী কো নাজাত।'

বিশ্লেষণার্থেঃ মুওয়াহহিদ মুমিনের জন্য ছালাত হচ্ছে সমস্ত ঈমানী দুর্বলতা থেকে বাঁচার একমাত্র অস্ত্র ও পার্থিব ও পারলৌকিক মর্যাদা লাভের সর্বশ্রেষ্ঠ অসীলা। মানুষ যদি সত্যিকারের ছালাত আদায় করে অর্থাৎ আল্লাহকে একমাত্র মা'বূদ বরহক্ব জ্ঞানে মাত্র তারই কাছে মাথা নত করে, তবে অন্যের নিকটে মাথা নত করা হ'তে সে অবশ্যই রেহাই পেয়ে যাবে।[৬২] কবির চেতনায় আসল কথটি ফুটে উঠেছে, আলস্য আর উদাসীনভাবে হাযারো সিজদা দিয়ে পরকালে নাজাত পাওয়া সম্ভব নয়। পক্ষান্তরে কায়মনোবাক্যে দু'টি সিজদা ব্যক্তিকে নাজাত দেয়ার জন্য যথেষ্ট। মহান আল্লাহ পবিত্র কুরআনে ঘোষণা করেন,

فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا.

'তাদের পর আসল অপদার্থ পরবর্তীরা, তারা তাদের ছালাত নষ্ট করল আর কুপ্রবৃত্তির অনুসরণ করল; সুতরাং তারা অচিরেই ধ্বংসে (জাহান্নামের গভীর গর্তে) পতিত হবে' *(মারিয়াম ১৯/৫৯)*।

মোদ্দাকথা ছালাতের বিধ্বস্তিকে জাতির বিধ্বস্তি হিসাবে মহান আল্লাহ উল্লেখ করেছেন। একজান মুমিন ব্যক্তির জন্য দৈনিক পাঁচ ওয়াক্ত ছালাত আল্লাহ ফরয করেছেন। অন্য কোন আমলের ক্ষেত্রে এমনটি করেননি।[৬৩] প্রতিটি প্রাপ্ত বয়স্ক মুসলিমকে ছালাত আদায় করতে হয় সুস্থ-অসুস্থ সর্বাবস্থায়। ছালাত সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত বিধায় তা জাগ্রত জ্ঞানে বিনয়-নম্রতা সহকারে আদায় করতে হবে। সদা সচেতন থাকতে হবে যেন তা মুনাফিকের ছালাতের সাথে মিশে না যায়।

---

৬২. মূল : আল্লামা ইক্ববাল, অনুবাদ : মোহাম্মদ মুমতাজুদ্দীন, যারবে কালীম (মুর্শিদাবাদ : তাওহীদ পাবলিকেশন, প্রকাশকাল : আগষ্ট ২০০০ ইং), পৃঃ ৪০।
৬৩. মুত্তাফাক্ব 'আলাইহ, মুসলিম, মিশকাত হা/৫৮৬২-৬৫।

পঞ্চমতঃ লোক দেখানো কর্ম হ'তে বিরত থাকা :

মহান আল্লাহ বলেন, الَّذِينَ هُـــمْ يُـــرَاءُونَ 'যারা লোক দেখানোর জন্য তা (ছালাত আদায়) করে' *(মাঊন ১০৭/৬)*। অর্থাৎ লোক দেখানোর জন্য যারা ছালাত আদায় করে, তাদের ছালাত তাদের জন্য ধ্বংস ডেকে আনবে। অন্যত্র আল্লাহ বলেন,

وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَى يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللهَ إِلَّا قَلِيلًا.

'আর যখন তারা ছালাত আদায়ের জন্য দাঁড়ায়, তখন আলস্যভাব প্রদর্শন পূর্বক শৈথিল্যের সাথে লোক দেখানোর জন্য ছালাতে দাঁড়ায়। এবং তারা আল্লাহকে অল্পই স্মরণ করে' *(নিসা ৪/১৪২)*। যে সকল ছালাত আদায়কারী শৈথিল্যের সাথে লোক দেখানোর জন্য ছালাতে দাঁড়ায়, তারা মুনাফিক। কারণ এ আয়াতের প্রথমাংশ মুনাফিকদের উদ্দেশ্য করা হয়েছে।[৬৪]

লোক দেখানো আমল করতে আল্লাহ তা'আলা নিষেধ করে বলেন,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُبْطِلُوا صَدَقَاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْأَذَى كَالَّذِي يُنْفِقُ مَالَهُ رِئَـــاءَ النَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ.

'হে ঈমানদারগণ! তোমরা অনুগ্রহের কথা প্রকাশ কর এবং কষ্ট দিয়ে নিজেদের দান-খয়রাত বরবাদ করো না ঐ ব্যক্তির মত, যে নিজের ধন-সম্পদ লোক দেখানোর উদ্দেশ্যে ব্যয় করে এবং আল্লাহ ও পরকালের প্রতি বিশ্বাস রাখে না' *(বাক্বারাহ ২/২৬৪)*। লোক দেখানোর জন্য ছালাত আদায় করা মুনাফিকের বদভ্যাস। তারা মুসলিম-অমুসলিম সকলের সাথে তাল মিলিয়ে চলার জন্য এরূপ করে থাকে। ছালাত যদি প্রকাশ্যে ছেড়ে দেয়া হয় তাহ'লে তাদের (মুনাফিকদের) আসল পরিচয় মানব সমাজে পরিষ্কার হয়ে উঠবে, তাই তারা নিছক প্রদর্শনীর জন্য ছালাত আদায় করে। আর যারা দুনিয়ায় বিনয় নম্রতার সাথে ছালাত আদায় করে না বা আদৌ ছালাত আদায় করে না তারা ক্বিয়ামতের দিন বিচারের মাঠে আল্লাহ্র পদতলে সিজদা করতে সক্ষম হবে না। তাদের শত চেষ্টা ব্যার্থতায় পর্যবশিত হবে। সে সময় মানুষের ভিন্ন কোন পথ অবলম্বনের নিজস্ব কোন ক্ষমতাও থাকবে না। তখন সকলেই আল্লাহ্র অনুগ্রহের জন্য অধীর আগ্রহে চেয়ে থাকবে। এ মর্মে পবিত্র কুরআনে মহান আল্লাহ ঘোষণা করেছেন,

৬৪. আঃ নূর, কুরআন মাজীদ, পৃঃ ৬৪।

يَوْمَ يُكْشَفُ عَنْ سَاقٍ وَيُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ. خَاشِعَةً أَبْصَارُهُمْ تَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ وَقَدْ كَانُوا يُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ وَهُمْ سَالِمُونَ.

'স্মরণ কর, সেই দিন যেদিন হাঁটুর নিম্নাংশ উন্মোচিত করা হবে এবং তাদেরকে আহ্বান করা হবে সিজদা করার জন্য; কিন্তু তারা তা করতে সক্ষম হবে না। তাদের দৃষ্টি হবে অবনত, অপমানবোধ তাদেরকে আচ্ছন্ন করবে অথচ যখন তারা নিরাপদ ছিল তখন তো তাদেরকে আহ্বান করা হয়েছিল সিজদা করতে (কিন্তু তারা অমান্য করেছে)' *(কলম ৬৮/৪২-৪৩)*।

একই মর্মে হাদীছেও আলোচনা বিধৃত হয়েছে।

عَنْ أَبِى سَعِيْد رضى الله عنه قَالَ سَمِعْتُ النَّبِىَّ ﷺ يَقُولُ يَكْشِفُ رَبُّنَا عَنْ سَاقه فَيَسْجُدُ لَهُ كُلُّ مُؤْمِنٍ وَمُؤْمِنَة، وَيَبْقَى مَنْ كَانَ يَسْجُدُ فِى الدُّنْيَا رِئَاءً وَسُمْعَةً، فَيَذْهَبُ لِيَسْجُدَ فَيَعُودُ ظَهْرُهُ طَبَقًا وَاحِدًا.

আবু সাঈদ খুদরী রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি নবী করীম ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম -কে বলতে শুনেছি যে, 'ক্বিয়ামতের দিন আমাদের প্রভু স্বীয় পায়ের পিণ্ডলী খুলবেন, তখন তাকে প্রত্যেক মুমিন পুরুষ ও মহিলা সিজদা করবে। আর যারা পৃথিবীতে মানুষকে দেখানোর এবং শুনানোর জন্য সিজদা করতঃ তারাই শুধু বাকী থাকবে। তারাও সিজদা করতে চাইবে; কিন্তু তাদের পিঠ শক্ত কাঠের ন্যায় হয়ে যাবে, ফলে সিজদা করতে পারবে না।[৬৫] সে দিন অন্যান্য মানুষের ন্যায় তারাও সিজদা করতে চাইবে দুনিয়াতে নিফাকির মত। কিন্তু যখন সামনের দিকে সিজদার জন্যে ঝুঁকতে চাইবে, তখন পিঠ কাঠের ন্যায় শক্ত হয়ে যাওয়ার দরূণ তা আর পারবে না।

عَنْ جُنْدَب قَالَ قَالَ النَّبِىُّ ﷺ مَنْ سَمَّعَ سَمَّعَ اللّٰهُ بِهِ، وَمَنْ يُرَائِى يُرَائِى اللّٰهُ بِهِ.

জুনদুব রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু বলেন, নবী করীম ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'যে ব্যক্তি সুনাম অর্জন করার উদ্দেশ্যে কোন কাজ করে, আল্লাহ তা'আলা তার দোষ-ত্রুটিকে লোক সমাজে প্রকাশ করে দিবেন। আর যে ব্যক্তি মানুষকে দেখানোর জন্য কোন কাজ বা আমল করে, আল্লাহ তা'আলাও তার সাথে লোক দেখানোর ব্যবহার করবেন' (আমলের প্রকৃত ছওয়াব হ'তে সে বঞ্চিত হবে)।[৬৬]

---

৬৫. ছহীহ বুখারী, হা/৪৯১৯।

৬৬. মুত্তাফাক্ব 'আলাইহ, ছহীহ বুখারী হা/৬৪৯৯; মিশকাত হা/৫৩১৬; মূল মিশকাত পৃঃ ৪৫৪।

عَنْ أَبِى سَعِيد قَالَ خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ وَنَحْنُ نَتَذَاكَرُ الْمَسِيحَ الدَّجَّالَ فَقَالَ أَلاَ أُخْبِرُكُمْ بِمَا هُوَ أَخْوَفُ عَلَيْكُمْ عِنْدِى مِنَ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ قَالَ قُلْنَا بَلَى فَقَالَ الشِّرْكُ الْخَفِىُّ أَنْ يَقُومَ الرَّجُلُ يُصَلِّى فَيُزَيِّنُ صَلاَتَهُ لِمَا يَرَى مِنْ نَظَرِ رَجُلٍ.

আবু সাঈদ খুদরী (রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু) বলেন, একদা আমরা মসীহ দাজ্জাল সম্পর্কে আলোচনা করছিলাম। এমন সময় রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম) আমাদের নিকটে আসলেন এবং বললেন, খবরদার! আমি কি তোমাদেরকে এমন একটি বিষয় অবহিত করব না, যা আমার নিকট তোমাদের জন্য মসীহ দাজ্জাল হ'তেও আশংকাজনক? আমরা বললাম, বলুন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! তিনি বললেন, আর তা হ'ল 'শিরকে খফী' অর্থাৎ কোন ব্যক্তি ছালাতে দাঁড়িয়ে এই কারণে ছালাত দীর্ঘায়িত করে যে, তার ছালাত কোন ব্যক্তি দেখছে'।[৬৭]

عَنْ مَحْمُودِ بْنِ لَبِيدٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ إِنَّ أَخْوَفَ مَا أَخَافُ عَلَيْكُمُ الشِّرْكُ الأَصْغَرُ قَالُوا وَمَا الشِّرْكُ الأَصْغَرُ يَا رَسُولَ اللهِ قَالَ الرِّيَاءُ.

মাহমূদ ইবনে লাবীদ (রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু) বলেন, নবী করীম (ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, তোমাদের জন্য যে বিষয়ে সর্বপেক্ষা বেশী ভয় করছি তা হ'ল ছোট শিরক। লোকেরা জিজ্ঞেস করল, হে আল্লাহ্র রাসূল (ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম)! ছোট শিরক কী? উত্তরে তিনি বললেন, 'রিয়া' অর্থাৎ লোক দেখানো আমল সমূহ।[৬৮]

আল্লাহ ও রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম)-এর উপরোক্ত বাণী প্রমাণ করে যে, লোক দেখানো কার্যাবলী শিরক-এর অন্তর্ভুক্ত। আর যদি ছালাত মানুষকে দেখানোর জন্য আদায় করা হয়, তাহ'লে তাও শিরকের মধ্যে গণ্য হবে। আর এমন কাজ থেকেই অনেক সময় অহংকারের জন্ম নেয়। শিরক এক অমার্জনীয় অপরাধ এবং যার শেষ ফল চিরস্থায়ী জাহান্নাম।

عَنْ جَابِرٍ رضي الله عنه قَالَ قَالَ رسول الله ﷺ ثنتان موجبتان قَالَ رَجُلٌ يَا رَسُولَ اللهِ مَا الْمُوجِبَتَانِ؟ قَالَ مَنْ مَاتَ يُشْرِكُ بِاللهِ شَيْئًا دَخَلَ النَّارَ وَمَنْ مَاتَ لاَ يُشْرِكُ بِاللهِ شَيْئًا دَخَلَ الْجَنَّةَ.

৬৭. ইবনু মাজাহ হা/৪২০৪; সনদ হাসান, মূল মিশকাত পৃঃ ৪৫৬; আলবাণী, মিশকাত হা/৫৩৩৩।

৬৮. আহমাদ ও বায়হাক্বী, সনদ ছহীহ, আলবাণী মিশকাত, হা/৫৩৩৪; বুলূগুল মারাম, পৃঃ ১১১।

জাবের ইবনে আব্দুল্লাহ রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু বলেন, নবী করীম ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'দু'টি বিষয় (অপর দু'টি বিষয়কে) অনিবার্য করে তোলে। এক ব্যক্তি জিজ্ঞেস করল, বিষয় দু'টি কী? রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম বললেন, যে ব্যক্তি আল্লাহ্র সাথে কাউকে শরীক করে মারা যাবে, সে জাহান্নামে যাবে। আর যে ব্যক্তি আল্লাহ্র সাথে কাউকে শরীক না করে মারা যাবে, সে জান্নাতে যাবে'।[৬৯]

উক্ত হাদীছ ছোট ও বড় শিরক-এর মাঝে কোন পার্থক্য করা হয়নি। তাছাড়া নবী করীম ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম স্বীয় উম্মতের জন্য ছোট শিরকের বেশী ভয় পেতেন। বড় শিরক-এর ব্যাপারে তো মন্তব্য নিস্প্রয়োজন। শিরককারীকে জাহান্নামের আগুনে জ্বলতেই হবে।

عَنْ أَبِى الدَّرْدَاءِ قَالَ أَوْصَانِى خَلِيلِى ﷺ أَنْ لاَ تُشْرِكْ بِاللهِ شَيْئًا وَإِنْ قُطِّعْتَ وَحُرِّقْتَ وَلاَ تَتْرُكْ صَلاَةً مَكْتُوبَةً مُتَعَمِّدًا فَمَنْ تَرَكَهَا مُتَعَمِّدًا فَقَدْ بَرِئَتْ مِنْهُ الذِّمَّةُ وَلاَ تَشْرَبِ الْخَمْرَ فَإِنَّهَا مِفْتَاحُ كُلِّ شَرٍّ.

আবু দারদা রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু বলেন, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম আমাকে উপদেশ দিয়েছেন যে, 'তুমি আল্লাহ্র সাথে কাউকে শরীক করবে না, যদিও তোমাকে খণ্ড-বিখণ্ড করা হয় বা জ্বালিয়ে দেয়া হয়। আর ইচ্ছা করে অলসতা বশত ফরয ছালাত ছেড়ে দিবে না। কেননা যে ব্যক্তি ইচ্ছা করে ফরয ছালাত ত্যগ করবে, তার উপর থেকে আল্লাহ দায়িত্বমুক্ত। আর মদ পান করবে না। কেননা তা সকল অকল্যাণের সূতিকাগার'।[৭০] হযরত মু'আয রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু বলেন, আমাকে রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম দশটি বিষয়ে উপদেশ দিয়েছিলেন। তন্মধ্যে প্রথমটি ছিল-

لاَ تُشْرِكْ بِاللّٰهِ شَيْئًا وَ اِنْ قُتِّلْتَ وَ حُرِّقْتَ.

'আল্লাহ্র সাথে কাউকে শরীক করবে না, যদি তোমাকে হত্যা করা হয় অথবা আগুনে পুড়িয়ে ভস্ম করা হয়'।[৭১]

হাদীছ দ্বয় দ্বারা বুঝা যাচ্ছে, যদি কোন মুসলমানকে টুকরো টুকরো করে কেটে ফেলা হয় অথবা আগুনে পুড়িয়ে ছাই করা হয় তবুও সে শিরক-এর সাথে কোন প্রকার আপোষ করতে পারবে না। যারা দ্বীন প্রচারে হিকমতের দোহাই দিয়ে বা বিভিন্ন ক্ষেত্রে হিকমতের দোহাই দিয়ে এবং মদীনা সনদ বা হুদায়বিয়ার সন্ধির প্রসঙ্গ টেনে বিভিন্ন প্রকার (ছোট/বড়) শিরক-এর সাথে আপোষ করে চলেন এ হাদীছ দু'টি তাদের কথিত হিকমতের কবর রচনা

৬৯. ছহীহ মুসলিম হা/২৭৯; মিশকাত হা/৩৮; মূল মিশকাত পৃঃ ১৫।
৭০. ইবনু মাজাহ, সনদ হাসান, মূল মিশকাত পৃঃ ৫৭; আলবানী মিশকাত, হা/৫৮০।
৭১. আহমাদ, শাওয়াহেদ হিসাবে ছহীহ, মূল মিশকাত পৃঃ ১৮; আলবানী, মিশকাত, হা/৬১।

করে শিরক-এর ভয়াবহতা স্পষ্ট করে তুলে ধরেছে। এ থেকে আমাদের শিক্ষা গ্রহণ করা উচিৎ।

তাছাড়া শিরক এমন একটি অপরাধ যা আল্লাহ ক্ষমা করেন না। অথচ তিনি শিরক ব্যতীত অন্যান্য গুনাহ যাকে ইচ্ছা ক্ষমা করে দিতে পারেন। শিরক ক্ষমার অযোগ্য এক অপরাধ। এ মর্মে আল্লাহ তাআলা বলেন-

إِنَّ اللهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُشْرِكْ بِـــاللهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا.

'নিশ্চয়ই আল্লাহ তাকে ক্ষমা করেন না, যে আল্লাহ্‌র সাথে কাউকে শরীক করে। এ ছাড়া যাকে ইচ্ছা তিনি ক্ষমা করে দেন। যে আল্লাহ্‌র সাথে শরীক স্থাপন করে সে সুদূরপ্রসারি ভ্রান্তিতে পতিত হয়' *(নিসা ৪/১১৬)*। একই সুরের প্রতিধ্বনি মহানবী ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম –এর কণ্ঠেও শোনা যায়-

عَنْ أَنَسُ بْنُ مَالِك قَالَ قَالَ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ اللهُ يَا ابْنَ آدَمَ إِنَّكَ مَا دَعَوْتَنِى وَرَجَوْتَنِى غَفَرْتُ لَكَ عَلَى مَا كَانَ فِيكَ وَلاَ أُبَالِي يَا ابْنَ آدَمَ لَوْ بَلَغَتْ ذُنُوبُكَ عَنَانَ السَّمَاءِ ثُمَّ اسْتَغْفَرْتَنِى غَفَرْتُ لَكَ وَلاَ أُبَالِي يَا ابْنَ آدَمَ إِنَّكَ لَوْ أَتَيْتَنِـــى بِقُرَابِ الأَرْضِ خَطَايَا ثُمَّ لَقِيتَنِى لاَ تُشْرِكُ بِى شَيْئًا لأَتَيْتُكَ بِقُرَابِهَا مَغْفِرَةً.

আনাস রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু বলেন, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আল্লাহ তা'আলা বলেন, হে আদম সন্তান! যতক্ষণ তুমি আমাকে ডাকবে এবং আমার ক্ষমার আশা রাখবে আমি তোমাকে ক্ষমা করব। তোমার অবস্থা যাই হোক না কেন। আমি কারো পরোয়া করি না। আদম সন্তান! তোমার গুনাহ যদি আকাশ পর্যন্ত পোঁছে, অতঃপর তুমি আমার নিকটে ক্ষমা চাও, আমি তোমাকে ক্ষমা করব, আমি কারো পরোয়া করি না। আদম সন্তান! তুমি যদি পৃথিবী পরিমাণ গুনাহ নিয়েও আমার নিকট সাক্ষাত কর এবং আমার সাথে কাউকে শরীক না কর, তবে আমি পৃথিবী পরিমাণ ক্ষমা নিয়ে তোমার নিকট উপস্থিত হব'।[৭২] কারো জীবনে যদি পাপের স্তুপ জমে যায় আর তাতে শিরকের পাপ না থাকে, তাহ'লে তা ক্ষমার পূর্ণ সুযোগ আছে। বিনীতভাবে আল্লাহ্‌র কাছে ক্ষমা চাইলে তিনি ক্ষমা করার আশ্বাস দিয়েছেন।

শিরক এমন একটি জঘন্য অপরাধ যা মানুষের পূর্বাপর যাবতীয় কৃত আমলকে ধ্বংস করে দেয়। এ সম্পর্কে মহান আল্লাহ বলেন,

---

৭২. তিরমিযী, সনদ ছহীহ, হা/৩৫৪০; মিশকাত হা/২৩৩৬; মূল মিশকাত পৃঃ ২০৪।

وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ-

'আপনার প্রতি এবং আপনার পূর্ববর্তীদের প্রতি প্রত্যাদেশ হয়েছে যে, যদি আল্লহ্র সাথে শিরক স্থির করেন, আপনার যাবতীয় কাজ-কর্ম নিস্ফল হয়ে যাবে এবং আপনি ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হবেন' *(যুমার ৩৯/৬৫)*। আর সমস্ত আমল ধ্বংস হয়ে গেলে তার জন্য জাহান্নাম ছাড়া কোন পথ খোলা থাকে না। বিধায় মুশরিককে জান্নাত হ'তে মাহরূম হ'তে হয়। আল্লাহ বলেন,

مَنْ يُشْرِكْ بِاللهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارٍ-

'নিশ্চয়ই যে ব্যক্তি আল্লাহ্র সাথে শরীক করে, আল্লাহ তার জন্য জান্নাত হারাম করে দেন এবং তার বাসস্থান হয় জাহান্নাম। অত্যাচারীদের কোন সাহায্যকারী নেই' *(মায়েদা ৫/৭২)*।

উপরোক্ত আলোচনায় একথা সুস্পষ্ট হয় যে, লোক দেখানো আমল সমূহ শিরক-এর অন্তর্ভুক্ত। সেটা ছোট বা বড় যে ধরনেরই হোক না কেন। তাই মুমিন ব্যক্তিকে সদা-সর্বদা শিরক-এর ব্যাপারে আপোষহীন থাকতে হবে। অতএব লোক দেখানো আমল হ'তে সর্বদা বেঁচে থাকা আবশ্যক। সব সময় জাগ্রত জ্ঞান সহকারে আমল করতে হবে। কোনক্রমেই যেন স্বীয় ইবাদতে শিরক-এর সংমিশ্রণ না ঘটে সে দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখতে হবে।

ষষ্ঠতঃ নিত্য প্রয়োজনীয় বস্তু অপরকে দেয়া :

সূরা-র শেষাংশে আল্লাহ বলেন, وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ 'এবং গৃহস্থলীর প্রয়োজনীয় ছোট খাট বস্তু (যাকাত) দেয়া থেকে বিরত থাকে' *(মাঊন ১০৭/৭)*। এখানে' মা-ঊন' বলে যাকাতকে বুঝানো হয়েছে।[৭৩] অর্থাৎ তারা তাদের প্রতিপালকের সুন্দরভাবে ইবাদতও করেনি এবং আল্লাহ্র সৃষ্টির প্রতি দয়া-মমতা তথা সহযোগিতা ও সুন্দর ভাবও প্রদর্শন করেনি। এমনকি গৃহস্থলীর প্রয়োজনীয় বস্তু ধারও দেয়নি। যদিও তা প্রত্যাবর্তনযোগ্য ছিল। এ লোকগুলিই যাকাত অমান্যকারী। খলীফা আলী রাযিয়াল্লাহু আনহু 'মাঊন' বলতে যাকাত অমান্যকারীকে বুঝিয়েছেন। তাবেঈ মুজাহিদ আলী রাযিয়াল্লাহু আনহু হ'তে উক্ত হাদীছ বর্ণনা করেন। ছাহাবী ইবনে ওমরেরও একই অভিমত। তাবেঈ মুহাম্মদ

৭৩. মুহাম্মাদ ইবনে আলী ইবনে শাওকানী, ফাতহুল ক্বাদীর (বৈরুত : দারুল মা'রেফা, তা. বি.), ৫/৫০০ পৃঃ ; ইবনে কাছীর, ৪/৭২০ পৃঃ; আঃ নূর কুরআন মাজীদ, পৃঃ ৬৪; তাফসীরে কুরতুবী ১৯-২০ খণ্ড, পৃঃ ১৪৫।

ইবনুল হানাফিয়া, সাঈদ ইবনু জুবায়ের, ইকরামা, মুজাহিদ,আত্বা, আতিইয়া, আওফী, যুহরী, ক্বাতাদাহ, যাহ্হাক ও ইবনে যায়েদ প্রমুখের অভিমত এটাই।[৭৪]

ইবনে মাসঊদ রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন, মা'ঊন ঐসব জিনিসকে বলা হয়, যা মানুষ একে অন্যের নিকটে চেয়ে থাকে এবং তা নিত্যপ্রয়োজনীয়। যেমন ডেকচি, বালতি, কোদাল, দা-কুড়াল, লবন, পানি ইত্যাদি।[৭৫] আবু আব্দুল্লাহ বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম -এর সাথে ছিলাম, আমরা বলতাম اَلْمَاعُونَ হচ্ছে বালতি এবং তার সাদৃশ্য জিনিস মানুষকে না দেয়া।[৭৬] হযরত আব্দুল্লাহ বলেন, প্রত্যেক ভালো জিনিষই ছাদাক্বাহ। ডোল, হাঁড়ি, বালতি, লবণ ইত্যাদি নবী করীম ছাল্লাল্লাহু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম -এর আমলে 'মাঊন' নামে অভিহিত হ'ত।[৭৭]

মুনাফিক চরিত্রের বৈশিষ্ট্য হ'ল, তারা লোক দেখানোর জন্য ছালাত আদায়, যাকাত প্রদান করে থাকে ইত্যাদি। যাকাত দাতা ব্যক্তিই অবহিত, তার অর্থে যাকাত ফরয হয়েছিল কি-না? কাজেই সে ব্যক্তি সহজেই যাকাত ফাঁকি দিতে পারে। সোনা-চাঁদির ক্ষেত্রে যাকাত এবং ফসলের ক্ষেত্রে কোথাও দশভাগের একভাগ এবং কোথাও বিশভাগের এক ভাগ দিতে হয়। তবে ইহা 'উশর' নামে পরিচিত। 'মাঊন' শব্দের অর্থ যাকাত করাই উত্তম। তবে মাঊন শব্দের ধাতুগত অর্থ-সাহায্য করা। যা দ্বারা মানুষ পরষ্পরকে সাহায্য করে সে গুলোই মাঊন। যাকাতই মূলতঃ মাঊন। আগুন, পানি, দা-কুড়াল প্রভৃতি নিত্য প্রয়োজনীয় ব্যবহারের বস্তুগুলিও মাঊন।[৭৮]

মূলত: মাঊন ছোট ও সামান্য পরিমাণ জিনিসকে বলা হয়। এমন ধরনের জিনিস যা লোকদের কোন কাজে লাগে বা এর থেকে তারা ফায়দা অর্জন করতে পারে। এ অর্থে যাকাতও মাঊন। কারণ বিপুল পরিমাণ সম্পদের মধ্য থেকে সামান্য পরিমাণ সম্পদ যাকাত হিসাবে গরীবদের সাহায্য করার জন্য দেয়া হয়। অধিকাংশ তাফসীরকারদের মতে সাধারণত প্রতিবেশীর একজন আর একজনের কাছ থেকে দৈনন্দিন যেসব জিনিস চেয়ে নিতে থাকে সেগুলিও মাঊনের অন্তর্ভুক্ত।[৭৯]

---

৭৪. ইবনে কাছীর ৪/৭২০; আঃ নূর কুরআন মাজীদ, পৃঃ ৬৪-৬৫; তাফহীমুল কুরআন, ১৯/২৫৮ পৃঃ।

৭৫. মুহাম্মাদ আলী ছাবূনী, ছাফওয়াতুত-তাফাসীর (বৈরুত : দারুল কুরআনিল কারীম, ১ম সংস্করণ, ১৪০০ হিঃ/১৯৮০ ইং), ৩য় খণ্ড, পৃঃ ৬০৯; ইবনে কছীর ৪/৭২০; তাফহীমুল কুরআন ১৯/২৫৮ পৃঃ; মা'আরেফুল কুরআন ৮/১০২০ পৃঃ; কুরতুবী ১৯-২০/১৪৫।

৭৬. ত্বাবারী, ইবনে কছীর হা/৭৪৮৮।

৭৭. ইবনে কছীর ৪/৭২০; আঃ রহমান বিন নাছের আস-সা'দী, তাইসীরুল কারীমির রহমান ফী তাফসীরে কালামিল মান্নান (রিয়াদ : ১৪১০ হিঃ) ৭/৬৭৮ পৃঃ।

৭৮. আঃ নূর, কুরআন মাজীদ, পৃঃ ৬৫।

৭৯. তাফহীমুল কুরআন ১৯/২৫৯ পৃঃ; মা'আরেফুল কুরআন ৮/১০২০ পৃঃ।

আলী ইবনে ফুলান নুমাইরী রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু হ'তে বর্ণিত আছে যে, তিনি নবী করীম ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম কে বলতে শুনেছেন, মুসলমান মুসলমানের ভাই। দেখা হ'লে সালাম করবে, সালাম করলে ভাল জবাব দিবে এবং মাঊনের ব্যাপারে অস্বীকৃতি জানাবে না অর্থাৎ নিষেধ করবে না। আলী নুমাইরী রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু জিজ্ঞেস করলেন, 'মাঊন কী'? উত্তরে তিনি বললেন, 'পাথর' লোহা এবং এ জাতীয় অন্যান্য জিনিস। এসব ব্যাপারে আল্লাহ সবচেয়ে ভাল জানেন।[৮০]

সুতরাং প্রয়োজনীয় বস্তু আদান-প্রদানের ব্যাপারে একে অন্যের সাহায্য করা অপরিহার্য। ইসলাম প্রতিবেশীর গুরুত্ব বিভিন্নভাবে বর্ণনা করেছে। প্রতিবেশীকে নিত্য প্রয়োজনীয় বস্তু সাময়িকভাবে ধার দেয়া, সহযোগিতা করা ভাল কাজ বলে ইসলামে স্বীকৃত। বাড়ীর আশ-পাশের ব্যক্তিদের প্রয়োজনীয় জিনিস দ্বারা সাহায্য করা ছওয়াবের কাজও বটে। নিম্নোক্ত হাদীছটি সে দিকেরই ইঙ্গিত বহন করে।

عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ رضى الله عنه عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ يَا نِسَاءَ الْمُسْلِمَاتِ لاَ تَحْقِرَنَّ جَارَةٌ لِجَارَتِهَا وَلَوْ فِرْسِنَ شَاةٍ.

আবু হুরায়রা রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু নবী করীম ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম হ'তে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'হে মুসলিম মহিলাগণ! তোমাদের কেউ যেন কোন প্রতিবেশীকে তুচ্ছ মনে না করে, এমনকি ছাগলের পায়ের ক্ষুর তার নিকট হাদীয়া পাঠাতেও'।[৮১] অপর এক হাদীছে বর্ণিত হয়েছে, আবু যার রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু বলেন, নবী করীম ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, হে আবু যার! যখন কোন ঝোল তরকারী রান্না করবে, তখন তাতে পানির পরিমাণ বেশী করে দিয়ে প্রতিবেশীর খবরদারি করবে (অর্থাৎ প্রতিবেশীকে দিয়ে খাওয়ার ব্যাপারে সদা-সর্বদা সচেতন থাকবে)।[৮২] তরকারী রান্না করার সময় পানি বেশী করে দিয়ে ঝোলের পরিমাণ বৃদ্ধি করত তা হ'তে প্রতিবেশীকে দেয়ার বিষয়টি হাদীছে ফুটে উঠেছে। নিজের বাড়ীর দেয়ালে প্রতিবেশীকে খুঁটি গেঁড়ে উপকার লাভ করা হ'তে বাধা প্রদান করাকেও মহানবী ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম নিষেধ করেছেন। তাহ'লে বুঝা যায়, বিষয়গুলো কত জটিল। তাই রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম ও নিত্য প্রয়োজনীয় বিষয়ে পরস্পরে উপকার হাছিল করার ব্যাপারে বলেন,

---

৮০. ইবনু কাছীর ৪/৭২০ পৃঃ।

৮১. মুত্তাফাক্ব 'আলাইহ, ছহীহ বুখারী হা/২৫৬৬; মিশকাত হা/১৮৯২।

৮২. ছহীহ মুসলিম হা/৬৮৫৫; মিশকাত হা/১৯৩৭।

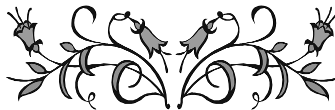
عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ رضى الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ لاَ يَمْنَعُ جَــارٌ جَــارَهُ أَنْ يَغْرِزَ خَشَبَهُ فِى جِدَارِهِ. ثُمَّ يَقُولُ أَبُو هُرَيْرَةَ مَا لِى أَرَاكُمْ عَنْهَا مُعْرِضِــينَ وَاللهِ لأَرْمِيَنَّ بِهَا بَيْنَ أَكْتَافِكُمْ.

আবু হুরায়রা (রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু) হ'তে বর্ণিত, নিশ্চয়ই রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, 'এক প্রতিবেশী যেন তার অপর প্রতিবেশীকে দেয়ালে খুঁটি পুঁততে নিষেধ না করে'। অতঃপর আবু হুরায়রা (রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু) বলেন, কী হ'ল, আমি তোমাদেরকে এ হাদীছ হ'তে উদাসীন দেখতে পাচ্ছি। আল্লাহ্র কসম, আমি সব সময় তোমাদেরকে এ হাদীছ বলতেই থাকব।[৮৩] একজন অপরজনের দ্বারা বিভিন্নভাবে উপকার লাভ করতে পারে। এক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টিকরা উচিত নয়। প্রতিবেশী সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে হাদীছে এভাবে বিধৃত হয়েছে -

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضى الله عنهما قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ مَا زَالَ جِبْرِيلُ يُوصِينِى بِالْجَارِ حَتَّى ظَنَنْتُ أَنَّهُ سَيُوَرِّثُهُ.

ইবনু ওমর (রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, 'হযরত জিবরীল (আঃ) সর্বদা আমাকে প্রতিবেশী সম্পর্কে উপদেশ দিতে থাকেন। এমনকি আমার এই ধারণা হচ্ছিল যে, অচিরেই তিনি প্রতিবেশীকে ওয়ারিছ (স্বীয় সম্পত্তিতে অংশীদার) করে দিবেন।[৮৪] মোটকথা প্রতিবেশীর প্রতি অত্যধিক খেয়াল রাখার জন্য জোরালোভাবে বলা হয়েছে।

৮৩. মুত্তাফাক্ব 'আলাইহ, ছহীহ বুখারী হা/২৪৬৩; মিশকাত হা/২৯৬৪।
৮৪. মুত্তাফাক্ব 'আলাইহ, ছহীহ বুখারী হা/৬০১৫; মিশকাত হা/৪৯৬৪; মূল মিশকাত, পৃঃ ৪২২।



উপসংহার :

সংক্ষিপ্ত এ সূরাটি মানুষকে ইহকালীন ও পরকালীন কার্যাবলীর ব্যাপারে সচেতনতার শিক্ষা দেয়। যারা ইয়াতীমকে হেয় প্রতিপন্ন করে, অভাবীকে অন্ন দেয় না, ছালাতের ব্যাপারে উদাসীন, নিছক প্রদর্শনীর নিমিত্তে কর্ম সম্পাদন করে এবং প্রয়োজনীয় বস্তু অপরকে দেয়া হ'তে বিরত থাকে, মূলতঃ তারা আখেরাতকে অবিশ্বাসীদের মতই। কারণ এগুলি পরকালকে অবিশ্বাসীদের বৈশিষ্ট্য। যদি পরকাল সম্পর্কে তাদের বিশ্বাস পূর্ণভাবে থাকত, তাহ'লে এরূপ ধৃষ্টতাপূর্ণ আচরণ করা থেকে বিরত থাকত। কারো মাঝে যদি এরূপ অসৎ গুণাবলী থাকে, তাহ'লে শীঘ্রই তা পরিত্যাগ করা অপরিহার্য।

বর্তমানে কথিত সভ্য জগতের মানুষ অশান্তির অনলে দগ্ধীভূত হচ্ছে। অশান্তির হিংস্র ছোবল সমাজ জীবনকে করে তুলছে বিষময়। বিধায় মানুষ পাগলের ন্যায় দিগ্বিদিক হন্যে হয়ে ছুটছে একটু প্রশান্তির প্রত্যাশায়। কিন্তু শান্তি তাদের নাগালের বাইরে। তাই তার সন্ধান মিলছে না। আধুনিক সভ্যতা মানব জাতিকে শান্তি দিতে ব্যর্থ হয়েছে। এর বাস্তব প্রমাণ জ্বলন্ত কাশ্মীর, রক্তাক্ত আফগানিস্তান ও ফিলিস্তীন সহ মধ্য এশিয়ার সংখ্যালঘু মুসলমান। সেখানে ভুখা-নাঙ্গা শিশু-কিশোর, পুরুষ ও নারীর বুকফাটা আর্তচীৎকারে ধরিত্রীর পবন ভারী হয়ে উঠেছে। ভারতে সংখ্যালঘু মুসলমানদের উপর বিভিন্ন অজুহাত খাড়া করে, ছলে, বলে, কৌশলে চালানো হচ্ছে নির্যাতনের স্টীম রোলার। তারা আজ মানবেতর জীবন যাপন করছে। যা বর্ণনা করতে বাক রুদ্ধ হয়ে আসে, হৃদয় কেঁপে উঠে। অথচ সভ্যতার মোড়লরা সেদিকে ভ্রুক্ষেপই করছে না। জেনে শুনেও না জানার ভান করছে।

এত কিছুর পরেও মুসলিম নেতৃবৃন্দ এই অসহায় অভাবীদের পাশে সাহায্যের হাত বাড়াচ্ছে না। ফলশ্রুতিতে মুসলমানরা আজ ঘৃণিত, লাঞ্ছিত, অপমানিত ও অবহেলিত। কুরআনের শিক্ষাকে ভুলে যাওয়ার কারণে মুসলমানদের এ দূরবস্থা। কোথাও শান্তি পাওয়া যাবে না, যদি পবিত্র কুরআনের শিক্ষাকে স্বীয় জীবনে বাস্তবায়ন না করা যায়। দল-মত নির্বিশেষে সকল মুসলমানের উচিৎ আল-কুরআনের এ মহান শিক্ষাকে দ্বিধাহীন চিত্তে নিঃশর্তভাবে মেনে নিয়ে স্বীয় জীবনে বাস্তবায়ন করা। আল্লাহ আমাদের সহায় হৌন। আমিন!!

***

পরিশিষ্ট :

আদর্শ সমাজ গঠনের জন্য একান্ত্ম প্রয়োজন উত্তম চরিত্র। সর্বোত্তম চরিত্রের অধিকারী মানুষকে দিয়েই আদর্শ সমাজ গঠন করা সম্ভব। ইমাম গাযযালী বলেন, 'আল-কুরআন ও হাদীছ মারফত ইসলাম ব্যক্তি চরিত্রে যে সকল গুণাবলীর প্রতি বিশেষ গুরুত্বারোপ করেছে, তাহ'ল চারিত্রিক আদর্শ'। কোন দেশ বা জাতি যতক্ষণ পর্যন্ত নৈতিক মূল্যবোধ বা আদর্শের ভিত্তিতে নিজের সংসার যাত্রা নির্বাহ করবে, তারা ততদিন ধ্বংস প্রাপ্ত হবে না। এটাই আল্লাহ্র চিরন্তন বিধান।[৮৫] নবী করীম ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম কে আল্লাহ তা'আলা এ উত্তম চরিত্রের প্রেরণার উৎস হিসাবে পাঠিয়েছেন। তিনি তার চরিত্রের সনদ প্রদান করেছেন এভাবে- وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِـــيمٍ 'আপনি অবশ্যই মহত্তম চরিত্রে অধিষ্ঠিত' *(কলম ৪)*। আমরা জানি মহত্তম চরিত্রের মানুষ ঐ ব্যক্তি, যিনি তার মন ও চরিত্রে, অভ্যাস ও আচরণে পূর্ণ ভারসাম্য রাখেন যা দুঃখ-কষ্ট, অপবাদ অথবা নির্যাতনের অনেক উর্দ্ধে। ব্যক্তি ও সমাজ গঠনে এর বিকল্প নেই। তাই মহান আল্লাহ নবী মুহাম্মাদ ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম কে বিশ্ববাসীর জন্য অনুসরণীয় আদর্শ হিসাবে উল্লেখ করে বলেন, لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ 'নিশ্চয়ই তোমাদের জন্য আল্লাহ্র রাসূলের মধ্যেই উত্তম আদর্শ নিহিত রয়েছে' *(আহযাব ২১)*। মহানবী ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম -এর আদর্শের অনুসরণ করলে প্রত্যেক ব্যক্তির চরিত্রে মহৎগুণ প্রতিস্থাপিত হবে, এটাই স্বাভাবিক।

عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ إِنَّ اللهَ رَفِيقٌ يُحِـــبُّ الرِّفْـــقَ وَيُعْطِي عَلَى الرِّفْقِ مَا لاَ يُعْطِي عَلَى الْعُنْفِ وَمَا لاَ يُعْطِي عَلَى مَا سِوَاهُ.

'আয়েশা রাযিয়াল্লা-হু 'আনহা হ'তে বর্ণিত রাসূল ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'আল্লাহ কোমল। তিনি কোমলতাকেই ভালবাসেন। আর তিনি কঠোরতা এবং অন্য কিছুর জন্য যা দান করেন না, তা কোমলতার জন্য দান করেন'।[৮৬] অমায়িক ব্যবহারের গুরুত্ব এ হাদীছে পরিষ্কারভাবে ফুটে উঠেছে। আর সচ্চরিত্রের কারণেই বেশিরভাগ মানুষ জান্নাতে যাবে।

---

৮৫. ইমাম গাযযালী, খুলুকে মুসলিম, অনুবাদ মাওলানা মুহাঃ শহীদুলাহ (ঢাকা: নওমুসলিম কল্যাণ সংস্থা, ৫ম সংস্করণ-১৯৯০ইং) পৃঃ ৬৬।

৮৬. মুসলিম, মিশকাত হা/৫০৬৮।

عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْ أَكْثَرِ مَا يُدْخِلُ النَّاسَ الْجَنَّةَ فَقَالَ تَقْوَى اللهِ وَحُسْنُ الْخُلُقِ.

'আবু হুরায়রা রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু হ'তে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেন, 'যে সব কারণে মানুষ জান্নাতে যাবে তার মধ্যে তাক্বওয়া ও উত্তম চরিত্রের কারণে বেশী লোক জান্নাতে প্রবেশের সুযোগ পাবে'।[৮৭] অত্র হাদীছ দ্বারা বুঝা যায়, উত্তম চরিত্রের জন্য অধিক সংখ্যক মানুষ জান্নাতে যাওয়ার সুযোগ লাভ করবে।

সচ্চরিত্রের ফলাফল সুদূরপ্রসারী। একজন চরিত্রবান ব্যক্তির কাছে সমাজের অন্যরা নিরাপদে থাকে। পক্ষান্তরে অসৎ চরিত্রবান ব্যক্তির ক্ষতির ব্যাপারে সকলে তার থেকে নিরাপদ দুরত্বে অবস্থান করার চেষ্টা করে। উত্তম চরিত্রের মাধ্যমে জীবন নাশকারী শত্রুকেও উত্তম বন্ধুতে রূপান্তর করা সম্ভব। যেমন মহান আল্লাহ বলেন,

وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ.

'ভাল এবং মন্দ সমান হ'তে পারে না। মন্দকে প্রতিহত কর উত্তর ভালোর দ্বারা; ফলে তোমার সাথে যার শত্রুতা আছে, সেও অন্তরঙ্গ বন্ধুতে পরিণত হবে' *(হামীম সাজদাহ ৪১/৩৪)*। অত্র আয়াতে বুঝা যায় উত্তম ব্যবহার দ্বারা মন্দের মোকাবেলা করলে শত্রুও বন্ধুতে পরিণত হবে। মহান আল্লাহ অন্যত্র বলেন, 'অতএব আল্লাহ্র অনুগ্রহ এই যে, আপনি তাদের প্রতি কোমল চিত্ত; এবং আপনি যদি কর্কশভাষী, কঠোর হৃদয় হ'তেন, তবে নিশ্চয়ই তারা আপনার চতুস্পার্শ্ব হ'তে বিক্ষিপ্ত হয়ে যেত। অতএব আপনি তাদের ক্ষমা প্রদর্শন করুন এবং তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করুন' *(আলে-ইমরান ৩/১৫৯)*। পাশাপাশি মহানবী ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম ও সচ্চরিত্রের ফলাফলের বর্ণনা বিভিন্নভাবে দিয়েছেন-

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو رضى الله عنهما قَالَ قَالَ رسول ﷺ إِنَّ مِنْ خِيَارِكُمْ أَحْسَنَكُمْ أَخْلاَقًا.

'আব্দুল্লাহ ইবনে আমর রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু বলেন, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, তোমাদের মধ্যে সে ব্যক্তিই সর্বাপেক্ষা উত্তম, যে চরিত্রের দিক দিয়ে উত্তম'।[৮৮]

---

৮৭. তিরমিযী, সনদ হাসান হা/২০০৪।
৮৮. মুত্তাফাক্ব 'আলাইহ, মিশকাত হা/৫০৭৬।

একদা মহানবী ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম -কে ছাহাবীগণ জিজ্ঞেস করলেন, 'হে আল্লাহ্র রাসূল! সর্বোত্তম কোন্ জিনিসটি মানব জাতিকে দেয়া হয়েছে? রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম বললেন, উত্তম চরিত্র'।[৮৯] মহানবী ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম আরো বলেন, 'ক্বিয়ামতের দিন মুমিনের পাল্লায় সর্বাপেক্ষা ভারী যে জিনিসটি রাখা হবে তা হ'ল উত্তম চরিত্র। আর আল্লাহ তা'আলা অশালীন ভাষী দুশ্চরিত্রকে ঘৃণা করেন'।[৯০]

'ঈমানদারগণ তাদের উত্তম, চরিত্রের দ্বারা (নফল ইবাদতকারী) রাত্রি জাগরণকারী ও দিনের বেলায় ছিয়াম পালনকারীর মর্যাদা লাভ করবে'।[৯১] 'যার চরিত্র উত্তম সেই পূর্ণ ঈমানদার'।[৯২]

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَقُولُ اللهُمَّ أَحْسَنْتَ خَلْقِى فَأَحْسِنْ خُلُقِى.

'আয়েশা রাযিয়াল্লা-হু 'আনহা বলেন, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলতেন, 'হে আল্লাহ! আপনি আমাকে উত্তম আকৃতিতে সৃষ্টি করেছেন, অতএব আমার স্বভাব চরিত্রকেও উত্তম করুন'।[৯৩]

উল্লিখিত আয়াত সমূহে ও হাদীছগুলোর দিকে গভীরভাবে মনোযোগ দিলেই উত্তম চরিত্রের ফলাফল আমাদের নিকট সূর্যলোকের ন্যায় পরিষ্কার হয়ে যাবে। সচ্চরিত্র মহান আল্লাহ্র পক্ষ থেকে মানুষের প্রতি বিশেষ অনুগ্রহ। আর আদর্শ সমাজ গঠন করতে হ'লে সমাজের মানুষকে অবশ্যই সচ্চরিত্রবান হ'তে হবে। আল্লাহ আমাদের প্রত্যেককে সচ্চরিত্রবান হিসাবে গড়ে উঠতে সহায় হৌন। আমীন!

--o--

يَا مُقَلِّبَ الْقُلُوْبِ ثَبِّتْ قَلْبِيْ عَلَى دِيْنِكَ. رَبَّنَا اغْفِرْ لِيْ وَلِوَالِدَيَّ وَلِلْمُؤْمِنِيْنَ يَوْمَ يَقُوْمُ الْحِسَابِ. صَلَّى اللهُ عَلَى نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ وَ عَلَى آلِهِ وَ صَحْبِهِ وَسَلَّمَ.
سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ أَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوْبُ إِلَيْكَ.

---

৮৯. বায়হাক্বী, সনদ ছহীহ, মিশকাত হা/ ৫০৭৯।
৯০. তিরমিযী, সনদ ছহীহ, হা/২০০২।
৯১. আবুদাঊদ, সনদ ছহীহ, মিশকাত হা/৫০৮২।
৯২. আবুদাঊদ, সনদ হাসান, মিশকাত হা/৫১০১।
৯৩. আহমাদ, সনদ ছহীহ, মিশকাত হা/৫০৯৯।

॥ সমাপ্ত ॥

সূরা মাঊন-এর বঙ্গানুবাদ

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۝

اَرَءَيْتَ الَّذِىْ يُكَذِّبُ بِالدِّيْنِ ۝١ؕ فَذٰلِكَ الَّذِىْ

يَدُعُّ الْيَتِيْمَ ۝٢ۙ وَلَا يَحُضُّ عَلٰى طَعَامِ الْمِسْكِيْنِ ۝٣ؕ

فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّيْنَ ۝٤ۙ الَّذِيْنَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُوْنَ ۝٥ۙ

الَّذِيْنَ هُمْ يُرَآءُوْنَ ۝٦ۙ وَيَمْنَعُوْنَ الْمَاعُوْنَ ۝٧

পরম করুণাময়, অসীম দয়ালু,
আল্লাহ্‌র নামে শুরু করছি।

(১) আপনি কি তাকে দেখেছেন, যে বিচার দিবসকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে?
(২) সে হ’ল ঐ ব্যক্তি, যে ইয়াতীমকে গলা ধাক্কা দেয়
(৩) এবং মিসকীনকে খাদ্য দানে উৎসাহিত করে না
(৪) অতঃপর মহা দুর্ভোগ ঐ সব মুছল্লীর জন্য
(৫) যারা তাদের ছালতের ব্যাপারে উদাসীন
(৬) যারা লোকদেরকে দেখায়
(৭) এবং নিত্য ব্যবহার্য বস্তু দানে বিরত থাকে।